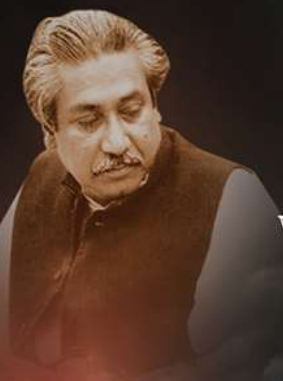

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৯ ◆ ১৪ - ২০ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

আগস্ট মাসের শোক-গাঁথা, আমার স্মৃতির ভাণ্ডার ও বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িকতা

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন : মায়েদের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান

পরিবার: একত্রে বসবাসের প্রশান্তি, সুখ ও আনন্দময় স্থান

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

কেমন করে যে এতগুলো বছর পার হয়ে গেছে তা আমরা বুঝতেই পারি নি। তোর বিদায়ের বিগত এই বছরগুলো আমাদের কিছুতেই ভাল যাচ্ছিল না। একের পর এক প্রিয়জনকে হারিয়ে আমরা কেমন যেন চুপ হয়ে গেছি। তোদের সাথে আমাদের ভাষাগুলোও হারিয়ে গেছে। তুই কেমন আছিস্ বোন। বাবা-মার সাথে উপরে যেন ভাল থাকিস্ এই প্রার্থনা সবসময়ই করি। আমাদের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করিস্। আমরা তোকে অনেক অনেক ভালবাসি।

চিত্রা কস্তা
জন্ম: ৬ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
আমেরিকা

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

নিলু এথেল কস্তা
জন্ম: ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আগষ্টিন কস্তা
জন্ম: ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
তিরিয়া, নাগরী।

তোমরা কেমন আছ **বাবা ও মা**। তোমরা স্বর্গে আছ তা আমাদের বিশ্বাস। তোমাদের কি মনে পড়ে আমাদের কথা। তোমরা কি দেখতে পাও আমাদের। আমাদের মনে পড়ে যেভাবে আমাদের শরীরের হৃদপিণ্ডটা টিক টিক আওয়াজ করে আমি বেঁচে আছি তা প্রমাণ করছে ঠিক সেভাবেই বেঁচে আছ রক্তে, শরীরে, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে, আমাদের চোখে। হৃদপিণ্ডের মত প্রতিক্ষণে নরম কোমল মনে তোমাদের কথা স্মরণ করি। বাবা-মা, তোমাদের একসাথে চলে যাওয়া আমাদের জীবনে শুধু কষ্টই নিয়ে এসেছে। বাবা-মা তোমরা আমাদের শরীরের একটা অঙ্গ ছিলে। তোমাদের ছাড়া জীবন সত্যি অচল, অবশ, অসাড়। অনেক মিস করি তোমাদের। অনেক অনেক ভালবাসি। কোটি তারকার ভিড়ে তোমাদের খুঁজি। দেখা দিও আর অনেক অনেক ভাল থাক। একদিন অবশ্যই দেখা হবে সেই প্রতীক্ষায় –

তোমাদের হতভাগা
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল
চামিলি, চুমকী।

বিজ্ঞ/২২১/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২৯
১৪ - ২০ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৩০ শ্রাবণ - ৫ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শোক শক্তিতে পরিণত হোক

বিশ্ব মণ্ডলীতে ১৫ আগস্ট আড়ম্বরের সাথেই পালিত হয় কুমারী মারীয়ার গৌরবময় স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব। কিন্তু বাংলাদেশে ১৫ আগস্ট গভীর বেদনার ও কষ্টের। কেননা এদিনেই ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাতি হারিয়েছে তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের অনেক সদস্যকে। বাংলাদেশি খ্রিস্টানদের কাছে এদিনটি তাই মিশ্র অনুভূতির। একদিকে আছে গভীর দুঃখ-বেদনা ও অন্যদিকে আছে গভীর প্রত্যাশা। আমরা বিশ্বাসীরা প্রত্যাশা করি জাতির পিতা স্বর্গধামে আছেন। তাই শারীরিক মৃত্যু তাঁর জীবনের সমাপ্তি টানতে পারেনি।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্বে স্মরণ করা হয় তাঁর স্বশরীরে স্বর্গে গমনের কথা। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যিশুর মত তাঁর মা মারীয়াও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করেছেন। এটি একটি বিশ্বাসীয় তত্ত্ব। যা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করেন। মা সন্তানের স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই আমরা বলতে পারি যিশু যখন সশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন তখন তাঁর মা-ও যে সশরীরে স্বর্গে যাবেন তা কতই না যৌক্তিক। তবে মা মারীয়া স্বর্গের অধিকার অর্জন করেছেন সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে ও যিশুর জীবনে উপস্থিত থেকে। যিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত মা মারীয়া বার বার নিদারুণ কষ্টের অভিজ্ঞতা করেছেন। ক্রুশের পথে পুত্রের ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে কুমারী মারীয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন আর মৃতদেহ কোলে নিয়ে শোকে হয়েছেন বিহ্বল। শোক সহ্য করেই তিনি সুখের স্বর্গ লাভ করেন। স্বর্গে থেকে তিনি আমাদের কথা ভুলে যান না। স্বর্গে অবস্থান করেও কুমারী মারীয়া আমাদের জন্য সাহায্য করে যাচ্ছেন। কুমারী মারীয়া আমাদের সকল বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক মা, যার মধ্যস্থতায় আমরা যিশুর কাছে যেতে পারি। পাপ পঙ্কিলতায় ভরা পৃথিবীতে কুমারী মারীয়া আলোকবর্তিকা হয়ে সকলকে মুক্তি ও শান্তির পথ দেখায়। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে বিশ্বাস, ভালবাসা, আনুগত্য, নম্রতা, সহজ-সরলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ চর্চা করে আমরাও স্বর্গের পানে চালিত হতে পারি। মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের মরদেহের স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চিত আশা প্রতিষ্ঠিত করে। তাই দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনাকে বড়ো করে না দেখে তা মোকাবেলা করার সাহস সঞ্চয় করি।

দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সর্ব প্রকার ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল যে নাম তা শেখ মুজিবুর রহমান। অতীব সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি জাতির স্বাধীনতা এনেছেন এবং দেশ পুর্নগঠনে মনোনিবেশ করেন। সরলচিত্তে সকলকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে তিনি ঠকেছেন। জাতির পিতা হিসেবে অবাধ্য ও দুষ্ট সন্তানদেরকেও ভালোবাসায় আগলে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা সেই ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। কিছু অকৃতজ্ঞ ও বিপদগামী দেশি-বিদেশী মানুষ মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলার বুকে কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করে। চেষ্টা করেছে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে। কিন্তু তাদের চক্রান্ত পরাভূত হয়েছে। জাতির জনকের কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সার্বিকভাবেই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কন্যার সাফল্যের নেপথ্যের শক্তি হচ্ছে পিতা হারানোর শোক-বেদনা ও পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্খা। পিতাকে হারিয়ে জাতি শোকার্ত ও বেদনার্ত কিন্তু শোককে শক্তিতে পরিণত করে সর্বক্ষেত্রে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষতার যে বীজ জাতির পিতা বুনে গিয়েছেন কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে তা যেন আরো সুদৃঢ় হয়। বাংলাদেশের সম্পদ সম্প্রীতি ও সকল ধর্মের সহাবস্থানসম অন্যান্য মূল্যবোধগুলোকে কিছু নব্য বিশ্বাসঘাতকেরা ভূলুণ্ঠিত করে যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে সকলকেই, বিশেষ করে সরকারকে সতর্ক ও কঠোর হতে হবে। ১৫ আগস্টের পিতা হারানোর শোক অব্যাহত থাকুক। একইসাথে শোককে শক্তিতে পরিণত করে সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক ত্যাগের পরিচয় দেই। †

যীশু কথা বলে চলেছেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্যথেকে একটি স্ত্রীলোক জোর গলায় ব'লে উঠল: "আহা, যে গর্ভ আপনাকে ধারণ করেছে, যে-স্তন আপনাকে লালন করেছে, তা সত্যিই ধন্য!" কিন্তু যীশু তাকে বললেন: "বরং তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে আর তা মেনে চলে!" *(লুক ১১:২৭-২৮)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

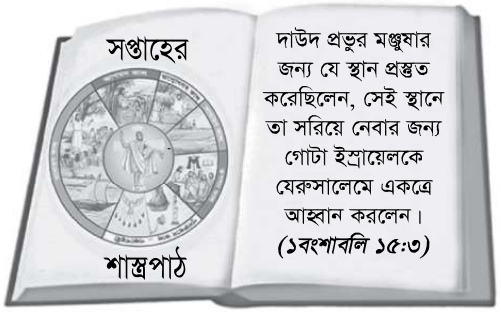

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪- ২০ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৪ আগস্ট, রবিবার
জেরে ৩৮: ৪-৬, ৮-১০, সাম ৪০: ১-৩, ১৭, হিব্রু ১২: ১-৪, লুক ১২: ৪৯-৫৩
রবিবার সন্ধ্যা : **ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন,** *মহাপর্ব*
জাগরণী (ভিজিল) খ্রিস্টযাগ
১ বংশা ১৫: ৩-৪, ১৫-১৬; ১৬: ১-২, সাম ১৩২: ৮-৯, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৭, লুক ১১: ২৭-২৮
১৫ আগস্ট, সোমবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, *মহাপর্ব*
প্রত্যা ১১: ১৯; ১২: ১-৬, ১০, সাম ৪৫: ১০-১২, ১৫-১৬, ১ করি ১৫: ২০-২৭, লুক ১: ৩৯-৫৬
খুলনা ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্ব
১৬ আগস্ট, মঙ্গলবার
হাঙ্গেরীর সাধু স্তিফান
এজে ২৮: ১-১০, গীতিকা ২ বিব ৩২: ২৬-২৮, ৩০, ৩৫-৩৬, মথি ১৯: ২৩-৩০
১৭ আগস্ট, বুধবার
এজে ৩৪: ১-১১, সাম ২৩: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬
১৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
এজে ৩৬: ২৩-২৮, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ২২: ১-১৪
১৯ আগস্ট, শুক্রবার
এজে ৩৭: ১-১৪, সাম ১০৭: ২-৯, মথি ২২: ৩৪-৪০
২০ আগস্ট, শনিবার
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, স্মরণদিবস
এজে ৪৩: ১-৭, সাম ৮৫: ৮-১৩, মথি ২৩: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৭২ ফাদার আঞ্জেলো মাজ্জোনি (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সিস্টার মেরী কণিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
১৫ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার ডামিয়েন বোসার সিএসসি
১৬ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৮ সিস্টার এম. রোজ বার্ণার্ড গেরিং সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রাদার ওয়াল্টার জে. রেমলিঙ্গার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সিস্টার স্ট্যানিসলাস এমসি
১৭ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার এমি সেন্ট-জার্মেইন সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রাদার আকুইলা লেনিয়েল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
১৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার জেরাল্ড ম্যাকমোহন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার দান্তে বেরতলি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সিস্টার মেরী ইগ্নেসিয়াস এসএমআরএ (ঢাকা)
১৯ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার জুডি সোল এসএমএসএম
+ ১৯৮৪ ব্রাদার ডনাল্ড ডব্লিউ স্মিটস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার চার্লস বিবো সিএসসি (ঢাকা)
২০ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৫১ ফাদার জ্যাঁ-মারী ফ্লরী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু (রাজশাহী)

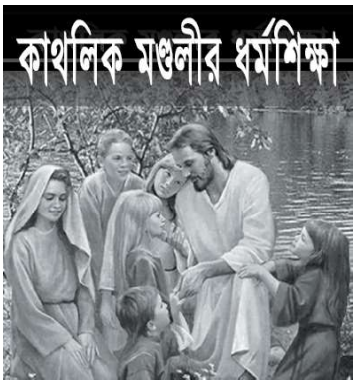

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

১৪০০: খ্রীষ্টমাণ্ডলিক সম্প্রদায়, যেগুলো মহাসংস্কার-আন্দোলন থেকে উদ্ভূত এবং কাথলিক মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই সম্প্রদায়গুলো "খ্রীষ্টপ্রসাদীয় রহস্যের যথার্থ সত্য পরিপূর্ণতায় সংরক্ষণ করেনি, বিশেষতঃ পুণ্য পদাভিষেক সংস্কারের অনুপস্থিতির কারণে। এই কারণেই, কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে, ঐ সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় আন্তঃমিলন সম্ভব নয়। তথাপি মাণ্ডলিক এই সম্প্রদায়গুলো "যখন পবিত্র ভোজে প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্মরণ করে, তখন তারা স্বীকার ক'রে থাকে যে, এই ভোজ খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্মতার জীবন প্রকাশ করে এবং সগৌরবে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করে।"

১৪০১: মাণ্ডলিক "কর্তৃপক্ষ-সাধারণের" বিবেচনায়, গুরুতর প্রয়োজনে, কাথলিক সংস্কার-প্রদাতগণ, কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ-মিলনে ঐক্যবদ্ধ নয় এমন অন্যান্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টপ্রসাদ, অনুতাপ সংস্কার ও রোগীলেপন সংস্কার প্রদান করতে পারেন, যদি তারা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, এবং এই শর্তসাপেক্ষে যে, এই সংস্কারগুলোর ব্যাপারে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস ধারণের প্রমাণ তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং প্রয়োজনীয় অন্তর-ভাব তাদের মধ্যে থাকে।

॥ছ॥ খ্রীষ্টপ্রসাদ - "ভাবী মহিমার অঙ্গীকার"

১৪০২: একটি প্রাচীন প্রার্থনায় খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টপ্রসাদ-রহস্যের বন্দনা ক'রে বলে: "হে পুণ্যময় ভোজ-উৎসব, তোমাতে খ্রীষ্টকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, তাঁর যাতনাভোগের স্মৃতি নবায়ন করা হয়, অনুগ্রহে প্রাণ ভরপুর হয় এবং আমাদের নিকট ভাবী জীবনের অঙ্গীকার প্রদান করা হয়।" খ্রীষ্টপ্রসাদ যদি প্রভু যীশুর নিস্তার-ভোজের স্মারক চিহ্ন হয়, বেদীতে মিলনপ্রসাদ গ্রহণে যদি "সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহদানে" আমরা পরিপূর্ণ হই, তাহলে খ্রীষ্টপ্রসাদও স্বর্গীয় মহিমার এক পূর্বাস্বাদ।

১৪০৩: শেষভোজে প্রভু নিজেই তাঁর শিষ্যদের মনোযোগ সেই পূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ করতে বলেছেন, যে-পূর্ণতা সম্পন্ন হবে ঐশরাজ্যের নিস্তারভোজে: "আমি তোমাদের বলছি, যে দিনে আমার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেই দিন পর্যন্ত আমি এই আঙ্গুরফলের রস আর কখনও পান করব না" খ্রীষ্টমণ্ডলী যখনই খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান করে তখনই এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে "তাঁরই প্রতি যিনি আসবেন।" খ্রীষ্টমণ্ডলী সেই আগমন প্রার্থনা ক'রে বলে: "Maranatha" এসো, প্রভু যীশু! "তোমার অনুগ্রহ আসুক, আর এই জগৎ অপসৃত হোক।"

১৪০৪: খ্রীষ্টমণ্ডলী জানে যে, প্রভু এখনও খ্রীষ্টপ্রসাদে আগমন করেন এবং তিনি আমাদের মধ্যেই অবস্থান করেন। তবে তাঁর উপস্থিতি আবরণমুক্ত নয়। অতএব আমরা খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান করি "এই প্রত্যাশায় আমরা মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় আছি," কামনা করি একদিন আমরা "তোমার মহিমা দর্শনে পরিতৃপ্ত হব। সেখানে তুমি আমাদের অশ্রু গ্লাণি মুছে দেবে। সেই দিন, হে আমাদের প্রভু, আমরা তোমায় দেখতে পাব তোমার প্রকৃতরূপে। আর আমরা তোমারই সদৃশ হয়ে চিরকাল তোমার মাহাত্ম্য কীর্তন করব আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে।"

১৪০৫: স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীতে, "যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে", সেইখঅনে খ্রীষ্টপ্রসাদ ব্যতীত, এই মহান প্রত্যাশার নিশ্চিততর অঙ্গীকার অথবা স্পষ্টতর চিহ্ন আর কিছু নেই। যতবার এই রহস্য অনুষ্ঠিত হয়, ততবারই "আমাদের মুক্তিকর্ম সম্পন্ন হয়" এবং আমরা "একই রুটি খণ্ডন করি যা আমাদের দিয়ে থাকে মৃত্যুর বিনাশক, অমরত্ব-লাভের উপায় এবং সেই খাদ্য যা চিরকাল ধরে যীশু খ্রীষ্টে জীবনযাপন করতে আমাদের সক্ষম করে।"

ফাদার বাপ্পি এন ক্রুজ

সাধারণকালের একবিংশ রবিবার

১ম পাঠঃ ইসাইয়া ৬৬:১৮-২১

২য় পাঠঃ হিব্রু ১২:৫-৭, ১১-১৩

মঙ্গলসমাচার : লুক ১৩: ২২-৩০

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন তাই তিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করতে চান। তিনি এই জগতের সমস্ত জাতির মানুষকে একত্রিত করতে চান যেন তারা একত্রিত হয়ে তাঁর নামের প্রসংশা করতে পারে। তিনি তাঁর রাজ্যের অধিকারী করার জন্য আমাদের বিভিন্ন দানে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন আর তা সাধনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে পেতে হবে। আর তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন যেন আমরা পাপমুক্ত হই ও ঐশগুণে গুণান্বিত হয়ে উঠি।

আজকের মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে ঐশরাজ্যে প্রবেশের কথা। এই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার অধিকার সবার রয়েছে, যা কি-না ঈশ্বরের একটি অমূল দান ও একটি উপহারস্বরূপ। এই অমূল দান ও উপহার পেতে গেলে অনেক সাধনা করতে হয়। কেননা আমাদের জীবনের মন্দতাগুলো ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐশরাজে প্রবেশ করার জন্য আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের সামনে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে এবং আমাদের আমন্ত্রণও জানানো হচ্ছে যেন আমরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করি। এই সুযোগ যদি আমরা হেলায় হারাই তাহলে এর জন্য দায়ী আমরাই হবো।

ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আমরা কোন পথ বেছে নিব, স্বর্গে যাব না নরকের পথে পা বাড়াব তা আমাদের উপরই নির্ভর করে। মুক্তির পথ সবার জন্য খোলা কিন্তু ঈশ্বর কাউকে জোর করে উদ্ধার করবেন না। সে জন্যই যিশু ইহুদীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ তুলে বলেছেন, ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার যে সময় ও সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছে তারা তা বিফলে যেতে দিচ্ছে। কারণ ঐশরাজ্যের বাণী গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রথমে তাদেরই জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারা মুক্তিরবাণী যিশুকে চিনতে পারেনি এবং গ্রহণও করেনি। হিংসা ও স্বার্থপরতার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত রেখেছে, জাগতিক ভোগ-বিলাসিতাকে আকড়ে থেকেছে। তাই লালন স্াই বলতে পেরেছেন, 'সময় গেলে সাধন হবে না।' জীবন থেকে একবার সময় বা সুযোগ চলে গেলে বা নষ্ট হলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না, কোনদিন সেই সুযোগ ফিরে আসবে না। তখন অইহুদীরা যারা মঙ্গলসমাচার শুনে বিশ্বাস করে মন ফিরাবে তারাই ঐশরাজ্যে আনন্দের সাথে প্রবেশ করবে।

বর্তমান যুগে আমরা অনেকেই সেই ইহুদীদের মতো ভাবি যে আমরা যারা খ্রিস্টান তারাই কেবল পবিত্র স্বর্গের অধিকারী, অন্যেরা সবাই পাপী। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা যিশুকে গ্রহণ করি না, তাঁকে চিনতে ভুল করি যার ফলে আমরা সুযোগ হারিয়ে ফেলি। আবার মনে করি ঈশ্বর আমাদেরই ভালবাসেন অন্যদের ঘৃণা করেন। কিন্তু ভুলে যাই ঈশ্বর সবার জন্যই সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেন এবং সবার জন্যই বৃষ্টিরধারা ঝরান। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে একজন লোক যিশুকে প্রশ্ন করেন, "শুধু কি অল্প কয়েকজনই পরিত্রাণ পাবে প্রভু *(লুক ১৩:২৩)*।" আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে, শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিতে যারা বিশ্বস্ত এবং পরিত্রাণের যোগ্য মনে করি তারাই পরিত্রাণ পাবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র তারাই রক্ষা পাবে যারা সঠিক ধর্মীয় দৃষ্টিতে ও বিশ্বাসে জীবনধারন করে ও যিশুকে অনুসরণ করে।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে আমরা যেন ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে এমন সুবিধাবাদী ও নামধারী খ্রিস্টবিশ্বাসী আছে যারা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা, ভোগ-বিলাসিতার জন্য মঙ্গলসমাচারের বাণী ব্যবহার করে থাকে। এই সকল ব্যক্তিরা হচ্ছেন স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি। আমাদের মধ্যে এমন খ্রিস্টান আছে যারা এই জগতেই সুখ ভোগ করতে চায়, ফলে জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করে ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকে এমন কি রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন না। আবার অনেকে লোক দেখানোর জন্যও খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। তাদের এই খ্রিস্টযাগে যোগদনের দুটি লক্ষ্য থাকে। প্রথমত: পরিবারের সবাই অংশগ্রহণ করে আর সে না গেলে মানুষের কাছে সে খারাপ হয়ে থাকবে অন্যদিকে ধর্মপালন করে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করার চিন্তা করে। তারা লোক দেখানো অনেক কাজও করে থাকে যাতে করে লোকেরা তার প্রশংসা করে এবং ভাল ব্যাক্তি হিসাবে জানে। তারা নিজেদের বিশ্বাসের চেয়ে নিজেদের জাহির করতে বেশি পছন্দ করে। এতে দেখা যায় তারা ঐশরাজ্যে যাবার জন্যে প্রশস্ত দরজারই খোঁজ করে। কিন্তু যিশু সর্তক করে দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা লোক দেখানোর জন্য এমন কিছু করো না, তাতে তুমি কোন পুরস্কারই পাবে না।

আবার আমাদের মধ্যে এমন খ্রিস্টবিশ্বাসী আছেন যারা সত্যিকারেই যিশুকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। যারা নিজেদের জীবনের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসিতার কথা চিন্তা না করেই ধর্ম পালন করে। প্রতিনিয়ত তারা খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন, অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, নিজের যা আছে তা থেকেই অন্যকে দান করেন। যিশু যেমন বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরকে নিজের মতোই ভালবাস'। তাদের জীবনে থাকে না কোন স্বার্থপরতা, হিংসা বা লোক দেখানো কোন কিছু। আর এই কাজগুলো করতে গেলে তাদের সইতে হয় অনেক কষ্ট, লোকনিন্দা, তিরস্কার, কটু কথা ইত্যাদি যা কি-না ঐশরাজ্যে প্রবেশের সরু দরজার ন্যায়।

এখন এমন কিছু সাধারণ উদাহরণ দিব যা আমাদের অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হবে-

১) স্কুল ও কলেজে থাকাকালীন, আমাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, পড়াশুনা শেষে আমরা কোন ধরনের পেশায় প্রবেশ করতে চাই। ঠিক তখন থেকেই আমাদের অবশ্যই ভাল ফলাফল পেতে চেষ্টা করতে হয় যদি আমরা সেই পেশায় সফল হতে চাই। আর সেই ভাল ফলাফল করতে গেলে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়, সরু দরজা অনুসরণ করতে হয়।

২) যখন আমরা আমাদের পছন্দের একটি চাকরি খুঁজে পাই, তখন আমাদের কর্মসংস্থান বজায়ে রাখার জন্য সেখানে ভালভাবে কাজ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাই। কেননা তখন লক্ষ্য থাকে আমি যেন আরও উন্নতি করতে পারি ও পদোন্নতি ঘটে। তখন আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, ভাল কাজে অংশ নেই আর এই একটি ভাল কাজও একটি সংকীর্ণ দরজার ন্যায়।

৩) আমরা অনেকেই প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করি। আমরা যদি বিজয়ী হতে চাই তবে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে একটি সংকীণ দরজা অতিক্রম করার মধ্যদিয়ে। কিন্তু যদি সেই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য শুধুমাত্র মজা করার জন্য অংশগ্রহণ করা হয় তাহলে তার দরজাটি আরও প্রশস্ত হয়।

তাই আমরা যা চাই তা পেতে চেষ্টা করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধাও আছে যা আমাদের জীবনে জাগতিকতার বাইরে যায় এবং সেখানে আধ্যাত্মিকতা থাকে। আজকের পবিত্র মঙ্গলসমাচারে যিশু তাঁর প্রশ্নকারীদের বলেছেন যে, পরিত্রাণ পেতে হলে তারা যেন সংকীর্ণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। তাই প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে আমাদের সকলকে সরু দরজা অনুসরণ করতে হবে॥ ৯

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন : মায়েদের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

খ্রিস্টভক্তগণ যুগ যুগ ধরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আসছেন যে, মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় স্বয়ং ঈশ্বর পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করতে স্বর্গ থেকে ধরায় নেমে এসেছেন। তাঁরই সৃষ্ট এক ধার্মিকা নারী এবং "পবিত্রতায় পূর্ণা" ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরু থেকে মণ্ডলীর পিতবর্গ (Fathers of the Church), বিভিন্ন ঐশতত্ত্ববিদ এবং খ্রিস্টানগণ এ-ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আসছেন যে, যিশুর সাথে এবং যিশুর পাশাপাশি ধন্যা মারীয়ার রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা। ধন্যা কুমারী মারীয়াকে ব্যতিরেকে মানব-যিশুর মধ্যে ঈশ্বরের দেহধারণ যেমন অকল্পনীয় এবং মানব-মুক্তির শুভ কর্মটি কেমন হতো- তা যেমন চিন্তাতীত, তেমনি মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কেমন হতো, তা ধারণাতীত।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদ

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদ গড়ে উঠেছে, যা নানান বিতর্ক ও মতবাদের জন্ম দিয়েছে। যেহেতু পবিত্র বাইবেলে ধন্যা মারীয়া সম্পর্কে তাঁর জীবন নিয়ে বিস্তারিত অনেক কিছুই লেখা নেই, তার ফল স্বরূপ কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন মতামত ও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। "তাঁর প্রকৃত মানবীয় মৃত্যু, চির নিদ্রায় গমন, তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর দেহ-আত্মার গৌরব লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে" "(They are all different ways of understanding her real human death, her falling asleep, and her resurrection, the glorification of her body and soul. There is a tradition of Mary's immortality)| "

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন একটি গভীর খ্রিস্টীয় বিশ্বাস সূত্র

খ্রিস্টভক্তগণ শুরু থেকেই বিশ্বাস করে আসছেন যে, যিশুর জীবনে এবং মানব-মুক্তির ইতিহাসে ধন্যা মারীয়ার রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। ধন্যা মারীয়া আমাদের মত মানুষ হলেও তিনি ঐশ "প্রসাদে পূর্ণা" বা ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ পবিত্রতার কারণে তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অনুগ্রহও লাভ করেছেন। তাই, "অতি প্রাচীন কাল থেকেই খ্রিস্টভক্তগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আসছে যে, মারীয়ার জীবনে রয়েছে অনন্য সাধারণ পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁর স্থান" "(Christians seemed to have been convince about Mary's extraordinary holiness and her place in God's plan)." তাই ক্রমে ক্রমে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে ধন্যা মারীয়ার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষভাবে এই কারণে যে, তিনি স্বয়ং মানব-রূপী ঈশ্বর-জননী; তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

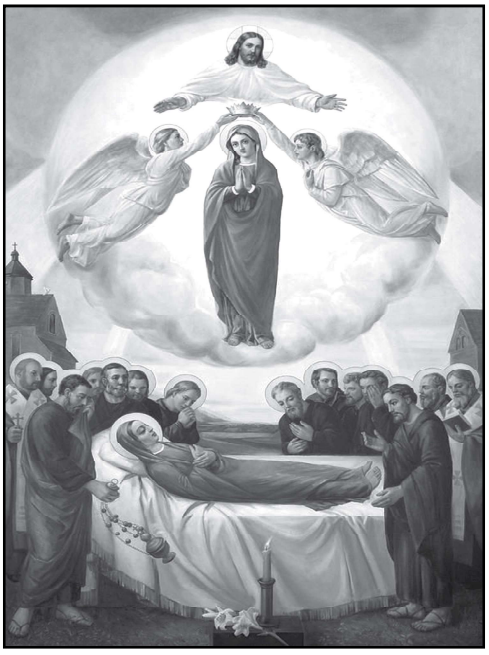

ঐশ পরিকল্পনাতেই ধন্যা মারীয়া দেহে-মনে-আত্মায় সম্পূর্ণ রূপে "প্রসাদে বা কৃপায় পূর্ণা *(লুক ১:২৮)*।"

তাই "খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকেই এই বিশ্বাস দৃঢ়তা পায় যে, মারীয়ার দেহ কবরে বিনষ্ট হয়ে যায় নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তুলে নেওয়া হয়েছিল, তাঁর আত্মার তা সাথে সংযুক্ত হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে নবরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল" "(From as early as the fifth century there was a strong conviction that Mary's body did not corrupt in the tomb, but was taken up shortly after death, reunited with its soul, and transformed by the power of the Spirit)"

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন হলো তাঁর মুক্তির পূর্ণতা

প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি মুক্তির পূর্ণতা লাভ করবে জগতের অন্তিম দিনে বা শেষ দিনে, যখন তার দেহ-মন-আত্মা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় দিব্য রূপ লাভ করবে, যিশু যার পূর্বাভাস দিয়েছেন তাঁর দিব্য রূপান্তর বা স্বর্গীয় রূপ ধারণের মধ্যদিয়ে *(মথি ১৭:১-৯)*। ধন্যা মারীয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এবং তাঁর মহা কৃপায় "পরম অনুগৃহীতা" বা "প্রসাদে পূর্ণা" *(লুক ১:২৭)* হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করার কারণে তাঁকে আর জগতের অন্তিম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি তাঁর পুনরুত্থানের সেই স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমা লাভ করার জন্যে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ Edward Schillebeecks বলেন, "---মারীয়াকে তাঁর দৈহিক পরিত্রাণের জন্যে আমাদের মত অন্তিম কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি" "(--- Mary was not obliged to wait, as we are, until the end of time for physical redemption)।" যিশু তাই তাঁর প্রিয় মাকে স্বর্গে তুলে নিয়ে তাঁরই পাশে মহা গৌরবের আসন দান করলেন এবং তাঁকে দান করলেন জীবনের পূর্ণতা। তাই কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন হলো তাঁর জীবনে মুক্তির পূর্ণতা।

২য় ভাটিকান মহসভা পরবর্তী কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "স্বর্গে যিশুর জননী দেহ ও আত্মায় গৌরবের অধিকারিণী। সেই গৌরবান্বিতা জননী পরকালের পূর্ণতাপ্রাপ্ত খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতিমূর্তি ও সূচনারূপে বিদ্যমান।"

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন তথা তিনি সশরীরে স্বর্গে উন্নীতা হয়েছেন- খ্রিস্টমণ্ডলীর এই ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সাথে মারীয়ার মৃত্যু, সমাধি ও স্বর্গোন্নয়ন- এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এদের একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্ভব এবং অপূর্ণ। এখানে তিনটি বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) কুমারী মারীয়ার মৃত্যু, সমাধি ও স্বর্গোন্নয়ন

পবিত্র বাইবেলে কোন লেখকের লিখনিতে ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। ফলে, মারীয়ার মৃত্যু ও সমাধি নিয়ে বহু খ্রিস্টভক্তের কাছে অনেক অস্পষ্টতা ও

অজ্ঞতা রয়েছে। দীর্ঘ নয় বছর বাংলাদেশের সকল ধর্মদেশের বিভিন্ন গির্জাতে, গ্রামে-গঞ্জের অনেক চ্যাপেলগুলোতে পারিবারিক জপমালা আন্দোলনের প্রচার কাজ করতে গিয়ে আমার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, অনেক খ্রিস্টভক্ত, এমন কি, অনেক ব্রতধারী-ব্রতধারিণীর মধ্যেও সেই অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতা রয়েছে। ধন্যা কুমারী মারীয়া মৃত্যুবরণ করেছেন কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা প্রায় ৯৫ জন বলেছেন যে, ধন্যা মারীয়া মৃত্যুবরণ করেন নি; মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাঁকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে। কোথায় তারা তা শিখেছেন বা কার কাছ থেকে জেনেছেন- এমন প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগই বলেছেন যে, তারা তাদের ধর্মশিক্ষকদের কাছ থেকে তা শিখেছেন বা জেনেছেন।

এরূপ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বড় জটিল ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা অনেক খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসের ভিন্নতা সৃষ্টি করে এবং নানান প্রশ্নের জন্ম দিয়ে থাকে। কোন কোন প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর খ্রিস্টান ভাই-বোনেরা কাথলিক খ্রিস্টানদের এই কথাও বলতে পারেন যে, কাথলিকগণ ধন্যা মারীয়াকে যিশুর চেয়ে বড় মনে করেন এবং তাঁকে পূজা করেন। 'মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ছাড়াই ধন্যা মারীয়াকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে'- এরূপ মারাত্মক ঐশতাত্ত্বিক ভুল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকা প্রয়োজন; নতুবা, এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস নানা জটিল জাগতিক ও ঐশতাত্ত্বিক প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে।

এখানে ঐশতাত্ত্বিক দু'টি বড় প্রশ্ন হলো:

(১) ধন্যা মারীয়া কি জাগতিক মৃত্যুর উর্দ্ধে ছিলেন?

(২) যদি ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু না হয়ে থাকে, তবে কে বড়: যিশু, নাকি ধন্যা মারীয়া?

স্বয়ং যিশুর যেমন মানব-জন্ম হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছে; অথচ ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু যদি না হয়ে থাকে, তাহলে স্বভাবতই অনেকে বলবেন যে, ধন্যা মারীয়া বড়। এরূপ বিশ্বাস অনেক খ্রিস্টান মানতে রাজি হবেন না এবং অনেক প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টভক্তগণ বলার সুযোগ পাবেন যে, কাথলিকগণ মা মারীয়াকে যিশুর চেয়ে বড় মনে করেন এবং ভক্তি করেন। কাজেই, এই বিশ্বাস সঠিক নয় যে, ধন্যা মারীয়ার মানবীয় মৃত্যু হয়নি। যেহেতু তিনি পূর্ণ মানুষ ছিলেন, তাই একজন মানুষ হিসাবে 'জন্ম-মৃত্যু'- এই উভয়ই তাঁর জীবনে দু'টি বাস্তব সত্য।

ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গাগমন সম্বন্ধে অনেক খ্রিস্টন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং মারীয়ার ভক্ত সাধুগণ নীরব থেকেছেন। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টবিশ্বাসী কিছু শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্মে ধন্যা মারীয়ার মৃত্যুকে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যা মানুষ হিসাবে তাঁর জীবন-মৃত্যুর জাগতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন: ঐতিহাসিক পটভূমিক

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে আমরা মূলত: দু'জন সাধুর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছুটা জানতে পারি। এখানে সংক্ষেপে তার অবতারণা করা হলো।

(১) সাধু গ্রেগরী (৫৩৮-৫৯৪) এর বর্ণনায় কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

তুর্স নগরের সাধু গ্রেগরী পঞ্চম শতাব্দীর মণ্ডলী কর্তৃক অসমর্থিত (apocryphal) গ্রীক পাণ্ডুলিপির লাটিন অনবাদ উদৃত করে উল্লেখ করেন যে, ধন্যা মারীয়ার যখন জাগতিক জীবন অবসানের সময় উপস্থিত হলো, তখন এই সংবাদ পেয়ে প্রেরিত শিষ্যগণ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে তাঁর কাছে সমবেত হন। তখন প্রভু যিশু তাঁর স্বর্গদূতদের নিয়ে উপস্থিত হন ধন্যা মারীয়ার আত্মাকে নিয়ে যেতে। পরদিন ভোরে প্রেরিত শিষ্যগণ মারীয়ার দেহ সমাধিতে স্থাপন করেন। যিশু আবার তাদের সামনে আবির্ভূত হন এবং বলেন যে, তিনি তাঁর মায়ের দেহ নিয়ে যেতে এসেছেন, এবং ধন্যা মারীয়া এখন দেহ-আত্মায় স্বর্গে যিশুর সাথেই রয়েছেন।

(২) সাধু জন দামাসিন (মৃত্যু ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর বর্ণনায় কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে সাধু গ্রেগরীর বর্ণনার সাথে সাধু দামাসিনের বর্ণনার কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, ধন্যা মারীয়ার মৃত্যুর পর প্রেরিত শিষ্যগণ মা মারীয়ার দেহ কবরে বয়ে নিয়ে যান এবং তা সমাহিত করেন এবং পরে তা স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। তখন সেই কবর থেকে এক স্বর্গীয় সুগন্ধ নির্গত হতে থাকে। তখন থেকে বিশ্বাসী ভক্তদের কাছে সেই কবর হয়ে ওঠে সুস্থতা ও সকল আশীর্বাদ লাভের স্থান।

ধন্যা মারীয়ার মৃত্যু ও সমাধি সম্বন্ধে এফেসাস নগরের ধর্মসভার ঘোষণা

৩১৩ খ্রিস্টাব্দে এফেসাস মহাসভা উল্লেখ করে যে, যেহেতু যোহন এফেসাস নগরে বাস করতেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, তাই মা মারীয়াও এফেসাস নগরে মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে এই বিশ্বাসও প্রচলিত হয়ে আসছে যে, ধন্যা মারীয়ার মৃত্যুর সময় প্রেরিতদূত টমাস উপস্থিত ছিলেন না। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি জেরুশালেমে ফিরে আসেন। তার অনুরোধে যখন মা মারীয়ার কবর খোলা হলো, তখন শুধু মাত্র কিছু কাপড় পড়েছিল।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন: পবিত্র বাইবেলীয় ভিত্তি

১) প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ১২:১-৬

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের ১২ অধ্যায়ে মা মারীয়ার নাম উহ্য রেখে তাঁর স্বর্গোন্নয়ন পরবর্তী ধন্যা মারীয়া যে স্বর্গে পরম গৌরবান্বিতা ও মহিমান্বিতা রূপে ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছেন, সেই বিশ্বাস-সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে: "এবার স্বর্গে দেখা গেল এক মহা নিদর্শন: সূর্য-বসনা এক নারী; চন্দ্র তাঁর পদতলে, তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট।"

পোপদের শিক্ষায় কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

(১) পোপ ১২শ পিউস ও কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন ঘোষণা

পোপ দ্বাদশ পিউপ ১ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টবর্ষে তাঁর ***Munificentissimus Deus*** নামক পালকীয় সংবিধানে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের বিশ্বাসযোগ্য সত্য (the dogma of the Assumption) ঘোষণা করেন। এই dogma ঘোষণায় বলা হয়েছে: "---We proclaim and define it to be a dogma revealed by God that the immaculate Mother of God, Mary ever virgin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into the glory of heaven."

কিন্তু এই ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, ধন্যা মারীয়া মৃত্যুবরণ করেছিলেন কি-না, অথবা দৈহিক মৃত্যু ছাড়াই ধন্যা মারীয়া অনন্ত জীবনে স্বর্গোন্নীতা হয়েছিলেন। এই বিশ্বাসযোগ্য সত্যটি (dogma) ১৮৫৪ খ্রিস্টবর্ষে ঘোষিত নিষ্কলঙ্কা গর্ভধারিণী মারীয়ার বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma of the Immaculate Conception of Mary) ঘোষণাটির উপর ভিত্তি করে রচিত, যেখানে মা মারীয়াকে আদিপাপ মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ধন্যা মারীয়ার আজীবন পবিত্রতাই তাঁকে সশরীরে স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পরম সৌভাগ্য দান করেছে।

পোপ দ্বাদশ পিউপ মূলত: দু'টি কারণে এই ঘোষণা করেন। প্রথমত:, ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্বটি প্রাচ্য মণ্ডলীতে সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে এবং পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পালিত হয়ে আসছিল। ফলে, মধ্য-বিংশ শতাব্দীকে মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের ঘোষণাটি ছিল মণ্ডলীর জন্যে একটি আবশ্যকীয় অনুভূত প্রয়োজন (felt need)।

দ্বিতীয়ত: মা মারীয়ার প্রতি তার ব্যক্তিগত ভক্তি-ভালবাসা থেকে। সেই কারণেই তিনি তার পোপীয় শাসনকে "পবিত্রতমা মারীয়ার বিশেষ তত্বাবধানে উৎসর্গ করেন" " (under the special patronage of the most holy Virgin)।"

বিখ্যাত সাধুদের শিক্ষায় কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

কয়েক জন বিখ্যাত সাধু কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে জোরালো ঐশতাত্ত্বিক বক্তব্য ও শিক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে সাধু জন দামাসিন এবং মণ্ডলীর অন্যান্য আচার্যবর্গ (Doctors of the

Church) কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্বন্ধে একই ধরণের মনোভাব পোষণ করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন হলো প্রথমত: একটি সম্পর্ক। "এটি হলো কুমারী মারীয়া এবং ঈশ্বর-পুত্রের মধ্যে সম্পর্কটি যা স্বর্গোন্নয়ন সম্বন্ধে বিশ্বাসের ভিত্তি - মা ও পুত্রের দেহ ধারণ বা জন্মগ্রহণ, পরিত্রাণের সূচনা, পুনরুত্থান এবং পরিসমাপ্তি। এসবের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করতেন। তার ফলে তারা বিশ্বাস করতেন যে, মারীয়া হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি মানবরূপী ঈশ্বরের সন্নিকট অবস্থান করেন। এভাবে, মারীয়া হয়ে উঠেন সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি" "(It is a relationship of Virgin Mother and divine Son that is primordial for belief in the Assumption---Mother and Son in Incarnation, the beginning of redemption, and thus also in resurrection, its consummation…. Mary is the one who is close to the God-Man. --- Mary, woo thus becomes the representative of the whole human race)"

আমাদের জীবনে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের গুরুত্ব

১) যিশুর মত আমাদের মায়েদের (ও পিতাদের) সম্মান করা ও মহান মর্যাদা প্রদান

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞায় বলা হয়েছে: "পিতা-মাতাকে সম্মান করিবে।" ঈশ্বরের এই আজ্ঞা পালনে যিশু জগতের সর্ব যুগের সকল মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছেন নিজের মাকে সশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়ে। যিশু তাঁর মাকে শৈশব থেকেই অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছেন এবং মায়ের একান্ত অনুগত ও বাধ্য থেকেছেন *(লুক ২:৫১)*। বারো বছর বয়সে জেরুশালেমের মন্দিরে যিশুর হারিয়ে যাওয়া এবং তাঁকে খুঁজে পাবার পর মায়ের কথার বাধ্য হয়েই মায়ের সাথে স্বগৃহে ফিরে যান তিনি, যদিও যিশু তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব মাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহে থাকব?" তবুও তিনি মাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর জীবনে পরবর্তী আরো আঠারো বছর মা-বাবার সঙ্গেই থেকেছেন; তাদের কাজে-কর্মে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন: "তারপর তিনি তাদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় তাদের বাধ্য হয়েই থাকতেন।"

আমরাও যিশুর কাছ থেকে এই সুন্দর সুশিক্ষা লাভ করি, যেন আমরাও আমাদের মায়েদের, গুরুজনদের সম্মান করি।

২) পরিবারে ও সমাজে নারীদের সম্মান ও মহান মর্যাদা প্রদান

যিশুর মত আমাদের পরিবারে ও সমাজে নারীদের সম্মান করা ও মহান মর্যাদা প্রদান করার মধ্যদিয়ে আমরা যিশু কর্তৃক মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে পারি। মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে ও রাষ্ট্রে, কর্মক্ষেত্রে আমাদের নারীদের যিশুর আদর্শে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং হৃদয়ে করাঘাত করছে।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের জন্য নতুন জীবনের আশার প্রদীপ

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের অন্তরে এক নবীন আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত করে; আমাদের সবার হয়ে যিশু তথা, ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করার জন্যে তিনি নিত্য যিশুর সিংহাসনের পাশে বিদ্যমান; আমাদের জন্যে তিনি এক পরম বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারী। সেটিই আমাদের মত দুর্বল পাপী মানুষের জন্যে পরম আশা ও আনন্দময় সান্ত্বনার বাণী।

পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল তাই বলেছেন: "মারীয়া হলেন খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।" "(Mary is the fulfillment of Christ's promise to take us to Him)"

"মারীয়া যেমন পরিত্রাণ লাভ করেছেন এবং কৃপাতে পূর্ণা ছিলেন, আমরাও আহ্বান পেয়েছি পরিত্রাণ লাভের জন্যে এবং কৃপাতে পূর্ণ হবার জন্যে। মারীয়াকে যেমন দেহ আত্মায় স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে, আমাদেরকেও অনন্ত জীবনে ও দেহের শেষ দিনে দেহের পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মারীয়া হলেন সেই প্রতিশ্রুতির চিহ্ন"॥

গ্রন্থপুঞ্জী

১. পবিত্র বাইবেল

২. Alberic Stacpooke, O.S.B., Mary's Place in Christian Diologue, St Paul Publication, Connecticut, 1982, p.110

৩. Kathleen Coyle, MARY in the Christian Tradition, Claretian Publication, Quezon City, Philippines, 2006, p.44

৪. Therese Johnson Borchard, Our Blessed Mother, 'Mary's Assumption into Heaven' in Our Blessed Mother, New York, 1999, p.63

৫. George H. Tavard, the Thousand Faces of the Virgin Mary, 199.

৬. Mary and the Fathers of the Church (San Francisco: Ignatius, 1991).

৭. John Damascene, Homily 1 on the Dormition 12–13, 717D–720C.

৮. Pius XII, Munificentissimus Deus, November 1, 1950.

৯.https://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mary)

১০.http://lonelypilgrim.com/2012/08/15/the assumption-of-mary-scriptures-and-texts/

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির জন্যে আর্থিক সহায়তার আবেদন

আমি মারীয়া সন্ধ্যা গমেজ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গোল্লা ধর্মপল্লীর বড়গোল্লা গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার স্বামী মৃত সলোমন গমেজ। পিতৃহীন তিন সন্তানকে নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খ্রিস্টীয় জীবন-যাপন করে আসছি। বিগত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমার বড় ছেলে লরেন্স তুষার গমেজের মাথায় টিউমার ধরা পড়ে। তখন চিকিৎসা করলেও দুঃখের বিষয় ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় সনাক্ত হয়। এ অবস্থায় তাকে সুস্থ করতে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর বর্তমানে তা দুরারোগ্য ক্যান্সারে রূপ নেয় এবং বর্তমানে গ্রীণলাইফ হাসপাতালে আইসিইউ তে ভর্তি রয়েছে। বিগত সময়ে তাকে ২বার সার্জারী করা হয়েছে। লরেন্স তুষারকে ৩য় বার সার্জারী ও চিকিৎসা করতে প্রায় ১৫-২০ লাখ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু ছেলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে ইতোমধ্যে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। যেহেতু লরেন্স তুষার গমেজই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বর্তমান বাস্তবতায় শুধুমাত্র আমাদের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহণ করা একেবারেই সম্ভবপর নয়।

এমতাবস্থায়, একজন মা হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সম্মিলিত আর্থিক অনুদানে ও প্রার্থনায় আমার ছেলে লরেন্স তুষার গমেজ খুব শীঘ্র সুস্থ হয়ে পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারবে।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা
Lawrance Tushar Gomes
Eastern Bank Ltd
A/c. no. 1081260175549
Bkash Number: 01824609374
১৩৭/বি, জাহানারা গার্ডেন, গ্রীণরোড, ঢাকা-১২১৫

পরিবার: একত্রে বসবাসে প্রশান্তি, সুখ ও আনন্দময় স্থান

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: পরিবার হলো আদি সমাজ যা ঈশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বহু বংশ বিস্তারে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ নিত্য বিরাজ করবে। আদম হবা, আব্রাহাম ও নোয়ার সাথে যে সন্ধি ঈশ্বর স্থাপন করেছেন তা চিরস্থায়ী। কেননা পরমেশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পাপের অধর্ম কর্মে যে জলপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল; ঈশ্বরের সন্ধি অনুযায়ী দ্বিতীয়বার এমন ধ্বংসলীলা আর পৃথিবীর বুকে ঘটবে না। নোয়ার পরিবার এ সকল পশু প্রাণীকে একত্রিত করে মহা আশীর্বাদ ও ঈশ্বরের ভালবাসার সকল চিহ্নের উত্তম রূপে পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, 'এই হবে সেই চিহ্ন, যে সন্ধি আমি আমার মধ্যে ও পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে স্থাপন করেছি' *(আদি ৯:১৭)*।

নোয়ার পরিবারকে একটি প্লাটফর্মে এনে একত্রে বসবাসের ক্ষেত্র তৈরি করতে ঈশ্বর তাঁর মহাপরিকল্পনা কার্যকর করেছেন। চিন্তামুক্ত করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থেকে ঈশ্বরের প্রসংশা ও গৌরব কীর্তন করতে সুযোগ করে দিয়েছেন। নোয়া পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, পাপী মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এমন একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে নোয়ার পরিবার আরো বেশি ধার্মিক, বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের খুবই কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। খ্রিস্টবিশ্বাসী পরিবারগুলো এমনই হওয়া আবশ্যক বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পারিবারিক সমস্যার মধ্যে ঐক্যের সুফল: বাংলায় বহু প্রচলিত বাক্য আছে- হাঁড়ি পাতিল একসঙ্গে থাকলে টোকা লাগতেই পারে। পরিবারে এমন ঘটনা বিরল নয়। কখনো মনের অমিল, রাগ, ঝগড়া-বিবাদ, বাক্-বিতণ্ডা, মনোমালিন্য, কথা বলা থেকে বিরত থাকার মতো বিষয় কম বেশি ঘটতেই পারে। সাময়িক ও ক্ষণিকের উত্তপ্ত দিকগুলো শান্তির বিঘ্ন ঘটায় আর একসঙ্গে বসবাসের কারণে সময় নিয়ে হলেও মীমাংসা বা ভুলের অবসান যে হয় না তা কিন্তু নয়। এমনও আছে সন্তানদের কারো দ্বারা শান্তির পথ খুলে যায়। আবার মাধ্যম হিসেবে কাউকে ব্যবহার করে পরামর্শে সব সমস্যার সুরাহাও হয়। যদিও ঐক্যমতে থাকাটা সমীচীন হলেও ধৈর্য, সহ্য, সহনশীলতার তারতম্যের কারণে দীর্ঘদিন সমস্যার অবসান নাও হতে পারে। তবে একথা স্বীকার্য যে, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মনোভাব যদি সচল থাকে সেখানে শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব নয়। নরম স্বভাব যাদের তারা খুব সহজেই শান্তিপ্রিয় মনোভাব নিয়ে সুখের সন্ধান করতে বিলম্ব করেন না। উগ্র মেজাজি স্বভাবের হলে ততো সহজে ঐক্যের বন্ধন স্থাপন করা কঠিন হয়। আদর্শ পরিবার গঠন চিন্তা থাকলে সামান্য মনোমালিন্যের মধ্য দিয়েও প্রশান্তি স্থাপন করা সম্ভব।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ২/১ টা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। তবে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হয় যখন একসঙ্গে উপাসনা ও প্রার্থনায় যোগ দেয়। উৎসর্গের সময় যখন বলা হয়, তোমার কারোর সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝগড়া বা বাক্ বিতণ্ডা থাকলে আগে তার সঙ্গে মিলিত হও, পরে এসে যজ্ঞ নিবেদন কর। পরিবারে সব কাজকর্ম, থাকা খাওয়া একসঙ্গে হয়ে থাকে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর থেকে পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তা, দেখা, নাস্তা খাওয়া প্রচলিত নিয়মেই হয়ে থাকে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নতুন একটা দিনের সূচনার অর্থ হলো আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ। দিনের সূচনাই বলে দিবে দিনটি কেমন বা কিভাবে কাটবে। এটাই যদি প্রকৃত বিষয় হয়, তাহলে অশান্তি নিয়ে বসবাস করব কেন? এতে তো মানসিক অবস্থা রোগে পরিণত করবে আবার শারীরিক অসুস্থ হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করবে। সুস্থ দেহ, সুন্দর মন যদি সকলে আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করি; তাহলে সুখ শান্তি অবশ্যই সর্বদা বজায় থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভক্তিপুষ্প প্রার্থনা বইয়ের ঐক্যের জন্য এই প্রার্থনাটি দ্বারা সুফল প্রাপ্তি হতে পারে:

"হে ঈশ্বর, আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা ও শান্তিরাজ প্রভু খ্রিস্টের পিতা, আমাদের কৃপা কর, যেন আমাদের শোচনীয় বিভেদ হেতু, আমরা যে কিরূপ সংকটের মধ্যে আছি ও থাকি তা উপলব্ধি করতে পারি; সকল বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ সংস্কার এবং অন্য যা কিছু ধর্মসঙ্গত একতার ও মিলনের অন্তরায় তা দূর করে দাও; যেরূপ দেহ এক,পবিত্র আত্মা এক এবং আমাদের প্রত্যাশাও এক, যেরূপ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক এবং আমাদের ঈশ্বর ও পিতা এক, সেরূপ আমরাও যেন অতঃপর একচিত্ত ও একপ্রাণ হই এবং সত্য ও শান্তির বিশ্বাস ও প্রেমের একই পবিত্র বন্ধনে একত্রে সংযুক্ত হয়ে একমুখে ও একমনে, তোমার মহিমা প্রকাশ করি, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।"

ঈশ্বরের সেবক ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সিএসসি যথার্থই বলেছেন, "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে বাস করে।" অতএব ঐক্যের সুফল পেতে হলে অশান্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করার সদিচ্ছার সাথে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা যুক্ত থাকতে হবে প্রত্যয়ের সাথে।

আন্তরিকতায় শান্তি ও সুখের পরশ: অন্তর দিয়ে যদি কাউকে গ্রহণ, পছন্দ ও ভালবাসা যায় তা হয় অনন্ত কালীন ভালবাসার সামিল। পরিবার হলো এমন এক বীজতলা যেখানে প্রতিটি বীজের যত্ন, আদর, সোহাগ, ভালবাসা আন্তরিকতার মধ্যদিয়েই বিকশিত হয়। এতে সত্তর-আশি গুণ ফসল স্বভাবতই প্রাপ্তি ঘটে। পরিবারে যখন সকল সদস্যদের ছোট-বড় ভূমিকা, দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিক প্রচলিত নিয়ম গড়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে সমঝোতা, আন্তরিক সুসম্পর্ক, সুখ, দুঃখ, আনন্দ সব একাকার হয়ে আদর্শ রূপ নেয়। আমরা যদি নাজারেথের পরিবারের দিকে তাকাই-ছোট শিশুরও পরিবারে সচল ভূমিকা ছিল। ত্রিশ বছর পর্যন্ত যিশু মা বাবার সাথে থেকে পরিবার, সমাজ, সেবা সহযোগিতা সব কিছুর সঙ্গে মিশে ছিলেন। জেরুসালেম মন্দিরে হারানো যিশুকে খুঁজে পেতে মারীয়া ও যোসেফ তিনদিনের রাস্তা পাড়ি দিয়ে খুঁজে পেয়ে আনন্দের বার্তাই শুধু পায় নি বরং যিশু পরিবারে ফিরে গিয়ে জ্ঞানে, বয়সে, ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় যৌবন প্রাপ্ত ও পরিবারের একজন হয়ে উঠেছেন *(লুক ২:৩৯-৫২)*। যিশু কেমন শিক্ষাই না পরিবার ও সমাজ থেকে পেয়েছিলেন যেখানে গ্রামের সকলে বলতে পেরেছিলেন, ও এত জ্ঞান, বুদ্ধি পেল কোথা থেকে। অর্থাৎ পরিবারে একতা, মিল, ভালবাসা, আন্তরিকতা থাকলে সুখ, শান্তি, আনন্দ ভরপুর থাকে। সন্তানদের বাধ্যতা, দায়িত্ববোধ, সকলের জন্য মঙ্গলচিন্তা, সমপরিমাণ মর্যাদা, সম্মান শিকড় থেকেই গড়ে ওঠে। নাজারেথের পরিবার তেমনই ছিল যেখানে অভাব-অনটনের, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুখ, শান্তি, সৌহার্দ্য বন্ধনের কমতি ছিলনা।

যবনিকা: পরিবার হলো মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা প্রচলিত একটি বিষয় আজ সকলেরই জানা। পরিবারে সন্তান আজ মাতা-পিতার অধীনে আর একদিন সন্তানের অধীনে থাকতে হবে মাতা-পিতাকে। অতএব পরিবারের সব কিছুতে একটা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকা অতি আবশ্যক। এই বৈশিষ্ট্য হলো, আমি শব্দের পরিবর্তে আমরা সকলে মিলে পরিবার, অংশীদারিত্ব, দায়িত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালবাসা, নিঃস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা, শর্ত ও স্বার্থহীন কর্তব্যপরায়ণ, সার্বিক উন্নয়নে সকলে মিলে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হওয়া, ছোট থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের স্বীকৃতি থাকবে সমন্বয়ে পথ চলা। তাহলেই পরিবারটি হবে প্রশান্তি, সুখ ও আনন্দে ভরপুর। দুঃখের মাঝে সুখ নিহীত, সমস্যা আসে এবং সমাধানের পথও খুঁজে বের করে নিতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশীলন এবং সন্তানদের মানসিক গঠন যদি সঠিক হয়, সে পরিবারের সুখ-শান্তি কেউ কখনো কেড়ে নিতে পাররে না॥

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

সুনীল পেরেরা

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বেশ গোলাগুলি হচ্ছিল। সবার ঘুম ভেঙ্গে যায় আতংকে। এমনিতেই দেশে চলছিল নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। মিটিং মিছিল চলছে। জাসদ তখন আড়ালে বিপ্লব ঘটানোর ফন্দি আটছে। সৈন্যদের মধ্যেও বিভাজন। চারিদিকে গুজবের ছড়াছড়ি। কেউ বলছে, 'ইন্ডিয়া দেশ দখল করে নেবে, শেখ মুজিব দেশ চালাতে পারবেনা। আমেরিকার নিক্সন-কিসিঞ্জারের পরামর্শ শুনছেনা মুজিব, তাই মুজিবকে সড়ানো হবে। বাতাসে এমনি অনেক গুজব উড়ছে। অন্যদিকে ফ্রিডাম পার্টির ষড়যন্ত্র তখন তুঙ্গে। এ অবস্থায় এমনি গোলাগুলি শুনে অনেকটা আঁচ করতে পারলাম, কিছু একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে বঙ্গবন্ধুকে যে হত্যা করা হয়েছে এটা ভাবতেও পারিনি। সবাই বলছে রক্ষী বাহিনীর সাথে সেনাবাহিনীর গোলাগুলি।

ভোর হতেই শুনি রাস্তায় অনেক লোকের শ্লোগান। থাকি ফার্মগেট টুনটুনের মেসে। দৌড়ে রাস্তায় এসে দেখি ট্রাকভর্তি সব সেনাবহিনীর লোকজন, হাতে রাইফেল। বলা হচ্ছে শেখমুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। ওরা শ্লোগান দিচ্ছে উল্লাস করে। কোনটা বিশ্বাস করব? দেশের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে অথচ সেনাবহিনী, জনতা আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছে। ছুটলাম পেপারের খোঁজে। সব পেপারেই মৃত্যুর সংবাদ। কাঁদবো না আনন্দ করব?

মেসে ফিরে এসে খাতা কলম নিয়ে বসলাম। দুপুর পর্যন্ত লিখলাম আট-দশ পাতা। ঘাতকদের প্রতি যত ক্রোধ-ঘৃণা-ধিক্কার সবই লিখলাম। লিখি আর চোখ মুছি। দুপুরে এক দাদা এসে আমার লেখা পড়লেন। তিনি পড়েই আঁৎকে ওঠলেন। ভাই, তুমি এসব কি লিখছ?

বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ। আর্মিরা ক্ষমতা দখল করেছে। খন্দকার মোস্তাক তাদের নেতা। অথচ তুমি মোস্তাককে বলেছ মীরজাফর, জল্লাদ। আর্মিদের লিখেছ কুলাঙ্গার সন্তান। এ লেখার জন্য যে কোন সময় তোমাকে ধরে নিয়ে গুলিতে ঝাঝরা করে দেবে তোমার বুক। দাদা এমনভাবে কথা বলছেন যেন, আর্মিরা সারা শহরে একমাত্র আমাকেই খুঁজছে। এ লেখা ছিড়ে দিলে হবে না, পুড়িয়ে না ফেললে আমাকে সবাই মেস থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাদের অনেক বুঝালাম যে, আমি তো মিথ্যা কিছু লিখিনি, সবই সত্য। আরও বললাম, আজ কালের মধ্যেই আওয়ামীলীগ মিছিল বের করবে সারা দেশে। প্রচণ্ড প্রতিবাদে ফেটে পড়বে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ। তখন বুঝবে আমার লেখার মূল্য কত।

দাদাও ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি দুই তিনটা খবরের কাগজ কিনে এনেছেন। এতক্ষণ আমি তো শুধু একপাতার 'টেলিগ্রাম' পড়েছিলাম জাসদের পক্ষ থেকে ছাপানো। দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পরে রেডিও শোনলাম। দাদা বললেন, এবার বিশ্বাস হইল?

শেষ পর্যন্ত আমার সেই অগ্নিঝরা লেখাটা পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হলাম সতীর্থদের চাপের মুখে। আজ ভাবি, সারা জীবনেও আর কোন দিন এমন আগুনজ্বালা লেখা আর লিখতে পারিনি। সেদিন দৈনিক কাগজে মুজিব-হত্যা লিখেছে এভাবে-

"ধানমন্ডি লেকের পশ্চিম পাশের গাছের আড়ালে যখন সূর্য ডুবে গেল তখন ঐ এলাকার রোডের এক বাড়িতে মুজিব হত্যার নীল-নকশার চূড়ান্ত আসর বসেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার, মেজর রশীদ আর বিশ্বাসঘাতক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। হুইস্কির গ্লাস সামনে। সব কিছু ঠিকঠাক আছে শুনে চিয়ার্স বললেন বোস্টার ওদিকে ঘনঘন নামাজ পড়ে কেবলই শংকার প্রহর গুনছেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ। এবারও কি হাতের মোয়া ফসকে যাবে? তখনই দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে তার দেহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর মন আনচান করেছে। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি যাবেন। মহাজাতক শহিদ আলবোখারি মন্তব্য করেছেন "যে কোন সময় বঙ্গবন্ধুর প্রাণ নাশের ঘটনা ঘটবে।" তিনি গণনার ফল বলেছেন ফটো সাংবাদিক জহিরুল হককে। জহির ভাই এই খবর জানায় শেখ ফজলুল হক মনিকে। তারা দুজনেই বঙ্গবন্ধুকে কথাটা বলেন, "মহাজাতকের কথা ফেলে দেবেন না। কয়েকদিন দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আসুন।" মহাজতকের উপর তাদের দু'জনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। বঙ্গবন্ধু তাদের বললেন, "এখন সম্ভব নয়, কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রাম। আমার এখন অনেক কাজ, তোরা বাড়ি চলে যা।

সারা দেশ তখন ঘুমের তলায় নিমগ্ন। শুধু জেগে আছে ফারুক রশিদ গ্যং আর আমেরিকান দূতাবাসের ইউজিন বোস্টার এবং কয়েকজন কর্মকর্তা। আর রয়েছে দু'জন বাঙালি। মাহবুবুল আলম চাষী আর করিম।

ফারুক কাজ ভাগ করে দিলেন। মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করবে মহিউদ্দিন, হুদা আর নূর। রশিদ নেয় অপারেশনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রধান কাজ এবং গুরুভাই খন্দকার মোস্তাক আহমদকে ক্ষমতায় বসানো।

মিন্টুরোডে সেরনিয়াবাতের বাসা আক্রমনের দায়িত্ব পায় ডালিম। মেখ মনির বাসা আক্রমণের দায়িত্ব দোওয়া হয় রিসালদার মোসলেমউদ্দিনকে। রেডিও স্টেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং নিউমার্কেট এলাকার দায়িত্বে মেজর শাহরিয়ার। সঙ্গে পিলখানা থেকে বিডিআর আক্রমণ ঠেকাবে। সেনাবহিনী আক্রমণ করলে যুদ্ধবিমান নিয়ে তৈরি থাকবে লিয়াকত। শেরেবাংলা নগর এবং সাভার এলাকা থেকে রক্ষীবাহিনী আক্রমণ করলে তাদের ঠেকাবে ফারুক। তার সঙ্গে থাকবে আটাশটি ট্যাংক।

রাত পৌনে তিনটায় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে আসে সুবেদার মেজর ওয়াহাব জোয়ার্দার। আজানের সুর ভোরের বাতাস কেটে কেটে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। রাত ৪:২৫ মিনিটে শুরু হয় বৃষ্টির মত গুলি। একে একে সেরনিয়াতের বাসা, শেখ মনির বাসা আক্রমণ করেছে ফারুক-রশিদের ঘাতক বাহিনী।

খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু পরপর সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, কর্নেল জামিল, তোফায়েল আহম্মদসহ আরও অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে ফোন করেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পেলেন না।

এভাবেই প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুর পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ সবাইকে শেষ করে দিল ঘাতবাহিনী। রশিদের দাম্ভিক উচ্চারণ,"উই হ্যাভ কিলড শেখ মুজিব। উই হ্যাভ টেকেন ওভার দা কন্ট্রোল অব দা গভর্নমেন্ট আন্ডার দা লিডারশীপ অব খন্দকার মোশতাক আহমদ।"

১৫ আগস্ট সকালে রেডিওতে শোনা গেল "আমি ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে সেনা অভ্যুত্থানের মাধমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ল জারি করা হলো। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। বাংলাদেশ এখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে।"

ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা গরম শব্দের ঝাঁঝালো বাক্য শুনে চম্‌কে উঠল বাংলাদেশ। ডালিম আর দশজনের মত স্বাভাবিক মানুষ নয়। মা-হারা ব্রোকেন পরিবারে বেড়ে উঠেছে। মিথ্যা কথা সত্যের চেয়েও জোরালো উচ্চারণে বলতে পারে।

দুপুর পৌনে দুইটায় খন্দকার মোশতাক আহমদ রেডিওতে ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। পাশে থাকলেন তিন বাহিনীর প্রধানগণ সফিউল্লাহ্, এ কে খন্দকার এবং এম এইচ খান।

দিল্লীতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধী হতবাক। বাকরুদ্ধ 'র' প্রধান রমেশ্বর নাথ কাউ। তারা বারংবার বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছেন, "যে কোন সময় অঘটন ঘটতে পারে, সতর্ক থাকুন।" প্রতিবারেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

ঢাকার রাস্তার উপর ফারুকের ট্যাংক বাহিনীর কালো পোষাক পড়া সেনারা লাফালাফি করছে। তাদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করছে জাসদ গণবাহিনীর সদস্যরা। মহানগর গণবাহিনীর জরুরী সভায় আনোয়ার বললেন, "কাল ভার্সিটিতে বোমা ফাটিয়েছে আমার ছেলেরা।"

সেই সকাল থেকেই বঙ্গভবন আর গণভবনে উল্লাস চলছে। কোলাকুলি আর অভিনন্দন জানানোর পালা শেষে চলছে মিষ্টি খাওয়া। জুমার নামাজের পর মোশতাক এলেন বঙ্গভবনে, তিন বাহিনীর প্রধানগণও উপস্থিত। শপথ বাক্যপাঠ করার পর নতুন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করলেন। মন্ত্রীরা সবাই আওয়ামী লীগের এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। অন্যদিকে ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। রক্তের গন্ধে মাছিরা ভির করেছে। বিকেলেই এক বার্তায় মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানালেন মাওলানা ভাসানী। বঙ্গবন্ধু তাকে হুজুর বলে ডাকতেন, আব্বাজানের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

ওদিকে ওয়াশিংটনে হেনরী কিসিঞ্জারের মুখে হাসি। দেখে মনে হবে তিনি আগে থেকেই জানতেন যে এমনটা হবে। প্রথমে বনানী কবরস্থানে অন্যান্যদের লাশ দাফন করা হলো। পরে বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় তার বাড়িতে নিয়ে দাফন করা হয়।

১৭ আগস্ট সকালে কর্নেল তাহের তার নারায়নগঞ্জের বাসায় নাস্তা খাচ্ছেন আর বলছেন, "মোশতাক সাহেব এটা কি করলেন? মুজিবের লাশ কবর দিলেন কেন? তাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া দরকার ছিল।" এই কর্নেল তাহের মোশতাকের বেতার ভাষণ শুনে ছুটে গিয়েছিলেন বঙ্গভবনে কংগ্রাচুলেশন বলে মোশতাকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন ফারুক-রশিদ-ডালিমসহ অন্যান্য বীর সূর্য-সন্তানদের এমনি নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়েই পনেরো আগস্টের নাটকের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

কী অকৃতজ্ঞ আমরা! যিনি সারা জীবন এত কষ্ট করে জেল-জুলুম সহ্য করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন, তাকে কত নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হলো। বাঙালি হত্যা করল তার জাতির পিতাকে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে রাজনৈতিক দিক থেকে যে প্রতিরোধের আশা করা গিয়েছিল, এই হত্যাকাণ্ডে সেটি শেষ করে দেয়। বাংলাদেশের জনগণ সারা পৃথিবীকে অনেক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিন উপহার দিয়েছে, একই ভাবে কিছু কুলাঙ্গারের জন্য বিশ্ব ইতিহাসে কয়েকটি কলঙ্কিত দিনের অধিকারিও হয়েছে। ৩ নভেম্বর ঠিক তেমনি একটি দিন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর জেলখানায় ৪ জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ড সারা জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, বিশ্বের কাছে জাতি হিসেবে নত করেছিল আমাদের। দুনিয়ার আর কোথাও জেলখানায় এই পর্যায়ের ইতিহাস সৃষ্টিকারি জাতীয় নেতারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হন নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম দিয়েছেন বাঙালি জাতিসত্ত্বার; দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। বাঙালিকে বিশ্বদরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে, হাজার বছরের ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এ কথা সত্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আর বাংলাদেশের জন্ম না হলে ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যেতো বাঙালি জাতি। বাঙালির আত্মার মানুষ যিনি, তিনি বঙ্গবন্ধু তিনি জাতির পিতা, তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রাণপ্রিয় অবিস্মরণীয় নেতা। বাঙালি তাকে আস্থা-বিশ্বাস-ভালোবাসা ও নৈকট্যের সাথে মহান নেতা করে নিয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই। বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ নেতা খুব বেশী নেই। এ ধরণীর মহামানবদের তিনিও একজন দরদী নেতা। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ২১ বছর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাসে বিস্তৃত। ইতিহাসের নৃসংশতম এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে দিয়ে স্বৈরশাসকেরা তার নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিল ইতিহাসের পাতা থেকে। ওরা বুঝতে পেরেছিল জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিমান। বঙ্গবন্ধু ভালোবেসেছিলেন বাংলার আপামর জনগণকে। রক্তদিয়ে তিনি দেশবাসীর ভালোবাসার ঋণ শোধ করে গেছেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তার ছিল না। তাই কবি লিখেছেন,"যতদিন রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরি, মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।" বঙ্গবন্ধুর জীবন চলার পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম। জীবনের বেশিরভাগ সময় তাকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। তার সাহস, প্রজ্ঞা, মেধা, সততা সর্বোপরি দেশপ্রেমেই বাংলাদেশের জন্ম হলো। বঙ্গবন্ধু যুগ যুগ ধরে, কাল থেকে কালান্তরে বেঁচে থাকবেন সর্ব বাঙালির ইতিহাসে। ক্ষণজন্মা এই মহানায়কের নির্দেশিত পথ ধরেই বাঙালি এগিয়ে যাবে উদ্দীপ্ত চেতনায় আর জোরালো কর্মযোগে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু॥

তথ্য সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ

তোমার মহান বাণী

সপ্তর্ষি

শাসন শোষনে নির্যাতিত স্তব্ধ বাঙালিকে
স্বীয় অধিকার আদায়ে জাগ্রত করতে
আহ্বান করেছিলে তুমি উদ্যাত্ত কণ্ঠে।

চেয়েছিলে মিথ্যে অন্ধকারে আর না থেকে
ভুলে গিয়ে পরাজয় স্বপ্নকে বাস্তব করতে
স্বাধীন বাংলায় সকলের জীবন গড়তে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লবী নেতার ভূমিকা নিয়ে
পণ করেছিলে দেশ আর ভাষাকে রক্ষা করতে
অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে তাই বাঙালির হাতে হাতে।

শিখিয়েছিলে বাঙালিকে বাঁচা মরার লড়াই
সেই সংগ্রাম লাখ লাখ জীবনের বিনিময়ে
বাংলার মান আর মর্যাদা রক্ষা করার।

তরুণ যুবা-বৃদ্ধ নর-নারী পিছুটান সব ভুলে
তোমার মহান বাণীতে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়ে
সোনার দেশ গড়ল সকলে যুদ্ধ করে।

একজন আদর্শ শিক্ষক ও পরিচালক ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা

জেম্‌স গমেজ (আদি)

স্বনামধন্য নটর ডেম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি পাঁচ বছর হলো আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। বলতে গেলে তার পুরোহিত জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ তার ছাত্ররা পার হয়ে গেছেন নটর ডেম কলেজ থেকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার ছাত্রগণ। সেই সাথে তিনি বিভিন্ন সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্বেও ছিলেন। ফাদার বেঞ্জামিন যেমন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক তেমনি ছিলেন একজন আদর্শ পরিচালক।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে রমনা সেমিনারীতে আসি। রমনা সেমিনারীতে রেক্টর (পরিচালক) হিসেবে পেয়েছিলাম ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি'কে। একই সাথে তিনি নটর ডেম কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ এর দায়িত্বে ছিলেন। আর ফাদার পিশাতো ছিলেন অধ্যক্ষ। ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে আমি পেয়েছিলাম নটর ডেম কলেজে একজন শিক্ষক হিসেবে অন্যদিকে রমনা সেমিনারীতে পেয়েছিলাম একজন পরিচালক হিসেবে। তবে তাকে পরিচালক হিসেবে দেখেছি খুব কাছ থেকে।

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা তার পুরোহিত জীবনের বেশির ভাগ সময় দিয়েছেন শিক্ষক ও বিভিন্ন সেমিনারীর পরিচালক হিসেবে। তিনি যখন রমনা সেমিনারীর রেক্টর হয়ে আসলেন তখন আমি মনে মনে বলেছিলাম একজন আদর্শ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রেক্টর পেলাম। রেক্টর হলেন তিনি, যিনি ভবিষ্যৎ পুরোহিতদের সঠিক পথ দেখানোর শিক্ষা দেন, আধ্যত্মিক দিক দিয়ে শিক্ষা দেন, যেন যোগ্য ভাবে গড়ে উঠতে পারে সেমিনারীয়ানরা।

সেমিনারীর জীবনে ফাদার বেঞ্জমিন কস্তাকে যেমন দেখেছিলাম তা আপনাদের সাথে একটু সহ-ভাগিতা করছি। রমনা সেমিনারীর রেক্টর হিসেবে তাকে দেখেছি একজন আদর্শ পরিচালক হিসেবে। সেমিনারীর কাজগুলো তিনি যথারীতি ভাবে উপস্থিত থেকে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতেন। প্রত্যহ সকালে খ্রিস্টযাগ তিনি উৎসর্গ করতেন। সকালেন নাস্তার পর তিনি নটর ডেম কলেজের কাজে চলে যেতেন। বিকেলে পবিত্র ঘন্টা থাকলে তিনি পরিচালনা করতেন। হাউস মিটিং থাকলে তিনি সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন। সেমিনারীয়ান যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ত তিনি ডাক্তার দেখাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ ভালই ছিল। পড়াশুনার প্রতি তিনি বেশ জোর দিতেন। তিনি চাইতেন যেন সেমিনারীয়ানরা পড়াশুনায় বরাবরই ভালো করে। একটা সুন্দর দিক লক্ষ্য করেছিলাম যে, তিনি অনেক বই পড়তেন। উপদেশে তিনি বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের বই থেকে উক্তি,

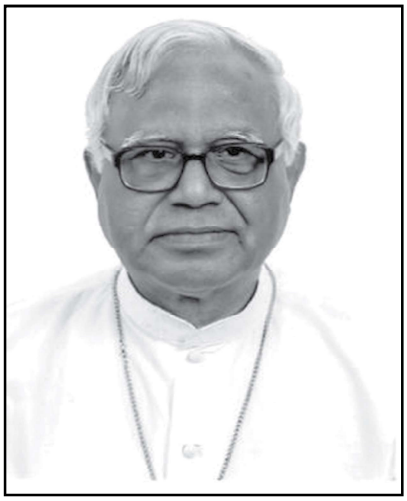

উপমা দিতেন। মুখে যা আসল তাই বললাম তা না। তার উপদেশ ছিল শিক্ষামূলক, গঠনমূলক ও নীতিবাচক।

রমনা সেমিনারীর কাছাকাছি হলি ফ্যামিলি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তখন ফোন আসত সেমিনারীতে। সে সময় আমরা বেশ কয়েকজন নিয়মিত রক্ত দিতাম। তামস (ফাদার), নিখিলদা, প্যাট্রিকদা (ফাদার) জ্যোতিদা (ফাদার), তপন মন্ডল, আমার বড় ভাই স্ট্যানলীদা (ফাদার) আমি ও আরো অনেকে। একদিন ফাদার বেঞ্জামিন আমাকে ডেকে বললেন, রক্ত দেয়াটা একটা মহৎ কাজ, অন্যর উপকার করছ কিন্তু ঘন ঘন রক্ত দেবে না হয়ত অসুস্থ হয়ে যেতে পারো। আমাদের রক্তে অন্যেরা উপকৃত হতো। তাই ফাদার বেঞ্জামিন সেদিন বেশ প্রশংসাই করেছিলেন।

কিছু দুষ্টুমীর অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলি। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে ব্যাঙ ডাকছে। আমার ক্লাশমেট সুনীল বলল, জেম্‌স ব্যাঙ খেতে ইচ্ছে করছে, চলো যাই ব্যাঙ ধরি। কাউকে না বলে দু'জনে সেমিনারীর মাঠে গেলাম ব্যাঙ ধরতে। সুনীলই রান্না করল, শুধু ব্যাঙর পা গুলো আর ঐ দিনই আমি প্রথম ব্যাঙ খাই। তার পরের দিন ফাদার বেঞ্জামিন আমাদের দু'জনকে ডাকলেন তার অফিসে। দু'জনে বলাবলি করতে লাগলাম ফাদার জানলেন কি করে? ফাদারের অফিসে যাওয়ার পর তিনি বললেন দু'তলা থেকে আর্চ বিশপ মাইকেল দাঁড়িয়ে আমাদের কার্যকলাপ দেখেছেন। আর্চবিশপের ঘরটা ছিল ঠিক সেমিনারীর মাঠের সাথেই। ফাদার বেঞ্জামিন শুধু বললেন, এরপর আর কখনো যেও না ব্যাঙ ধরতে, হয়ত ঠান্ডা পানিতে জ্বর আসতে পারে। অতি সহজেই ক্ষমা পেয়ে গেলাম। আসলে ফাদার যুবকদের মন বুঝতেন, এ বয়সে ছেলেরা দুষ্টুমী একটু করতেই পারে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের বন্যার কথা অনেকেরই মনে আছে হয়তো। ফাদার বেঞ্জামিন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি তার সহনশীলতার কমতি ছিল না। তিনি নটর ডেম ও হলি ক্রস কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পুরাতন কাপড় চাইলেন এবং কারিতাস থেকে চাউল, গুড়ো দুধ ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে যেখানে ত্রাণ দরকার সেখানে ইঞ্জিন বোটের মাধ্যমে সেমিনারীয়ানদের পাঠালেন।

আমি দুই জায়গায় গিয়েছিলাম, প্রথমটি হলো লৌহজং। আমাদের গ্রুপে ছিলেন নটরডেম কলেজের গাইডেন্স জ্যোতি স্যার, হলিক্রস কলেজের তিনজন সিস্টার ও আমরা ৫ জন সেমিনারীয়ান: প্যাট্রিকদা (ফাদার), তামস (ফাদার), ডিউকদা, নিখিলদা ও আমি। সেখানে গিয়ে দেখি দরিদ্র মানুষদের ক্ষুধার জ্বালা, ওদের সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিছুই নেই ওদের। আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল চাউল, কাপড় আর ঔষদের জন্য। দেখেছি একমুঠো চাউলের জন্য তীব্র ক্রন্দন। আমি এক স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছি, বাবা-মা আমাকে তিন বেলা আহার দিয়েছেন বাড়ীতে। ক্ষুধা কি জিনিস জানতাম না। ফাদার বেঞ্জামিন দরিদ্রের মাঝে এ ত্রাণের ব্যবস্থা না করলে হয়তো গরীবের ক্ষুধার জ্বালাটা বুঝতে পারতাম না কখনই। ধন্যবাদ দেই ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে। গরীবের ক্ষুধার জ্বালার দৃশ্য, ব্যথা, অনুভব আমার সারা জীবনের পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। গরীবের মাঝে ক্রুশ কাঁধে বয়ে যাওয়া যিশুকে দেখিয়েছিলেন।

আমার প্রাক্তন রেক্টর ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি। তার কাছ থেকে সেমিনারীতে যা শিখেছি, জেনেছি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং আমার সারা জীবন-পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি। "মরণ সাগর পাড়ে, তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।"

চির শান্তি হোক

প্রয়াত জেমস গমেজ
জন্ম: ০৪-০৯-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪-০৭-২০২২ খ্রিস্টাব্দ
প্রামানিক বাড়ি-পাদ্রিকান্দা
গোল্লা ধর্মপল্লী।

তুমি এভাবে, একদম হঠাৎ করে চলে যাবে আমরা কেউ চিন্তা করিনি। কখনো ভাবিনি তোমাকে ছাড়া আমরা কিভাবে থাকবো। তোমার অভাব আমরা এখন অনুভব করি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদের কাঁদায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে তাঁর স্বর্গধামে স্থান দেন। আমাদের সবাইকে তুমি স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। Miss you a Lot.

শোকার্ত

স্ত্রী: পুষ্প গমেজ
বড় ছেলে ও ছেলে বৌ: তুহীন ও ব্রিস্টেল
ছোট ছেলে ও ছেলে বৌ: বান্টি ও রিভা
নাতিরা: এ্যস্টিন, এ্যাঞ্জে ও নাথান।

বিজ্ঞ/২২২/২২

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Dhakastha Padrishibpur Christian Co-operative Credit Union Ltd.
74/4 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215. Reg. No. 01332/2006
Office Phone: 02-58152440, Mobile: 01864293265, E-mail: pcccu.ltd@gmail.com

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

স্মারক নং:১২৮৫/২২

এতদ্বারা ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৬ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৮:০০ ঘটিকায় চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫** এ সমিতির ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২১-২০২২ অর্থবছর) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে, সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে সকল সঞ্চয়ী ও ক্রেডিট সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী:

০১. রেজিষ্ট্রেশন, কোরাম পূর্তি ঘোষণা, আসন গ্রহণ, প্রার্থনা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের স্মরণ ও নীরবতা পালন, আলোচ্যসূচী পাঠ ও অনুমোদন, কার্যবিবরণী রক্ষক মনোনয়ন।
০২. চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য।
০৩. ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও আলোচনা।
০৪. আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের বক্তব্য।
০৫. ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৬. ম্যানেজারের প্রতিবেদন, হিসাব-নিকাশ, বাজেট পেশ, আলোচনা এবং অনুমোদন।
০৭. মধ্যাহ্ন ভোজ।
০৮. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৯. সুপারভাইজারী কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
১০. বিবিধ আলোচনা।
১১. সমাপনী বক্তব্য।
১২. শেষ প্রার্থনা ও সাধারণ লটারী।

উল্লেখ থাকে যে, সকাল ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ পাশ বই অথবা সমিতির আইডি কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রেশন করে, খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমবায় আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন খেলাপি হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পিটার ক্লিন্টন গোমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি।
ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২২৩/২২

আগস্ট মাসের শোক-গাঁথা, আমার স্মৃতির ভাণ্ডার ও বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িকতা

ডাঃ নেভেল ডি' রোজারিও

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ও মানবতাবাদী। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে দেখি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় যখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হল তখন তিনি দাঙ্গা-বিরোধিতাকারীদের নিয়ে লড়াই-সংগ্রামে নেমেছিলেন; ছিলেন মুসলমান এলাকার একজন স্বেচ্ছাসেবী পাহাড়াদার। সে সময় অসহায় মুসলমানদের জন্যে তিনি কোলকাতায় ইলিয়াস হোষ্টেল ও বেকার হোষ্টেলে তাঁর অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু মঈনউদ্দীন ও নুরুল হুদাকে নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেয়া চাউলের বস্তা ২কিমি. দূর থেকে ঠেলা গাড়ীতে করে এনে নঙ্গরখানা খুলেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ভয়ংকর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে ঢাকায় হিন্দুদেরকে আক্রমণ করাতে কিছু দাঙ্গাবাজকে জেলে পাঠানো হয়। সে সময়ে জেলে থাকা বঙ্গবন্ধু তাদের অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন তারা হিন্দুদেরকে আক্রমণ করেছে। উত্তরে তারা বঙ্গবন্ধুকে জানায় ভারতে নিরীহ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তাই ঢাকার মুসলমান হিসেবে তারাও প্রতিশোধ নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শুধু তাদেরকে বলেছিল 'ভারতে কিছু দাঙ্গাবাজ হিন্দু দোষ করেছে তার জন্যে তোমরা কেন অন্যায় করে এ অঞ্চলের নিরীহ হিন্দুদেরকে আক্রমণ করে দোষ করবে"? বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, সে সব কারা ভোগকারী কয়েদীদের অনেকে পরবর্তীকালে তাঁর সাথে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হলেও নিজের ধর্মের প্রতিও বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বস্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা যে কোন মতেই ধর্মহীনতা নয় তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব ও বিশ্বাস করতেন। আরো বিশ্বাস করতেন 'ধর্ম যার যার, দেশটা সবার'। তাইতো তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করেন, OIC তে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু এতটাই মানবতাবাদী ছিলেন যে, তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শতাব্দীকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় কবলিত দক্ষিণ বঙ্গের দুর্গত মানুষের জন্যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে, ১৯৭০ এর নির্বাচনের মাত্র ৭ দিন আগে নির্বাচনী প্রচারণা ফেলে ছুটে গিয়েছিলেন।

আমার বাবা সবার জুলিয়ান স্যার ছিলেন সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের শিক্ষক। স্কুল শেষে সকাল, বিকেল, সন্ধ্যায় tuition তে ছাত্র পড়াতেন। মাঝখানে কয়েক ঘন্টার জন্যে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ৫ম ক্লাসের আমাকে ইত্তেফাক (পাকিস্তান আমলে দৈনিক পত্রিকা আর তোফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়া'র ইত্তেফাক পত্রিকা সমার্থক হয়ে উঠেছিল) পড়ে শোনাতে হতো। প্রথম আর শেষ পাতার হেডিং গুলো শুনেই চলে যেতে হতো সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয়তে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক মঞ্চে লিখতেন তোফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়া 'মোসাফির' হয়ে আর আহমেদুর রহমান (কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় নিহত) লিখতেন 'ভীমরুল' রূপে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বঞ্চনা ও নিপীড়নের কথা। শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত আইয়ুব বিরোধী জোটের রাজনৈতিক দল গুলোর গোল-টেবিল বৈঠকে দিলেন বাঙালির মুক্তি সনদ '৬-দফা'। কিন্তু আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ৬-দফার সমর্থনে ছিল। শেখ একাই তাঁর গুটি কয়েক সহযোগী নিয়ে 'স্বপ্নের ফেরীওয়ালা' হয়ে চেষ্টা করতে থাকেন। সাথে শক্তি যোগালো ছাত্রলীগ।

ক্লাস এইটে থাকাকালীন আমাদের পাঠ্য বই social studies এর পৌরনীতি অংশে ছিল পাকিস্তানের ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের শাসনতন্ত্র। এর এক অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে লিখা ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অমুসলিম কেউ হতে পারবে না। পাকিস্তান আমলে বাঙালিরা এমনিতেই পরিণত হয়েছিল ২য় শ্রেণীতে, সেখানে শুধুমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের কারণে নিজেকে ৩য় শ্রেণীর নাগরিক বানানোতে হলাম বিক্ষুব্ধ। বঙ্গবন্ধুর জাতিগত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন ও ঘন ঘন কারা ভোগের পরেও অভীষ্ঠ লক্ষ্যে অবিচল থাকাতে তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাজনীতির প্রতি আমার আকর্ষণ যায় বেড়ে। ঢাকা কলেজে পড়াকালীন সময়ে আমি Muslim Hostel North এ থাকতাম। উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোর আগে থেকেই ঢাকা কলেজে আনাগোনা শুরু হয়েছিল তোফায়েল আহম্মেদ, নুরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আব্দুর রব, শাহ্জাহান সিরাজ প্রমুখ ছাত্র নেতাদের কাছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রণীত ১১-দফায় একটি দফায় শেখ মুজিবের ৬-দফা হুবহু সন্নিবেশিত করায় সব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। শেখ কামাল ঢাকা কলেজে আমাদের এক ক্লাস senior ছিল। ২০ জানুয়ারি শেখ কামালের সাথে রকিবুল (পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলা একমাত্র বাঙালি ক্রিকেটার, 'জয়বাংলা' আটা ব্যাট নিয়ে পাকিস্তানের ইনিংস শুরু করেছিল), বডি বিল্ডিং এ 'মিষ্টার ইষ্ট পাকিস্তান' আপেল, শাহেদ আলী, আক্কাস সহ কয়েকজনা, ১৪৪ ধারা থাকাতে ভাগে ভাগে 'কাম্পালা হোটেল' এর পাশ দিয়ে অলি গলি পেরিয়ে আসল কাটা বনের ভিতর দিয়ে (তখনও মহসিন হল নির্মিত হয়নি) বটতলার ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সভা শেষে বিরাট মিছিলে ছিলাম, যে মিছিলের অগ্রভাগ যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বর্তমান ইমারজেন্সী গেটের কাছে পৌঁছায় তখন পুলিশের গুলীতে আসাদ শহীদ হন। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মিছিল শেষে পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে শহীদ আসাদের জানাজায়ও ছিলাম আমি। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পরে জিয়ার শাসনামলে শেখ মুজিবের নাম-নিশানা মুছে ফেলা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস -চ্যান্সেল আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৭ মাস কারা ভোগ শেষে গঠন করেন 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ', তার কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলাম আমি।

১৪ ফেব্রুয়ারি '৭৫ আগরতলা ষড়যন্ত্র' মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহিরুল হক (যার নামে ইকবাল হল পরবর্তীতে হয়েছে সার্জন্ট জহিরুল হক হল) হত্যার প্রতিবাদী শব-মিছিলে সামিল হয়েছিলাম, ৩ মার্চের পূর্ণিমা হোটেলের সামনে জন-জোয়ারে ছিলাম, ৭ মার্চের গণ-জাগরণের উত্তাল তরঙ্গের অংশও ছিলাম আমি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে নিঃশর্ত মুক্তির পরে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) স্মরণাতীত কালের বিশাল জনসভা থেকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও উনসত্তুরের গণ-মানুষের অভ্যুত্থানের নায়ক তোফায়েল আহম্মেদ যে সভায় জনগণের হাত তোলার সম্মতিতে রাজনীতির ইতিহাসের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দিয়েছিল, সে সভার লক্ষ লক্ষ হাতের মাঝে আমারও হাত দু'টি ছিল। ১৫ আগস্টের জাতির পিতার হত্যা ও তাঁর অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলার স্বপ্নের নস্যাৎ করে উল্টাপথে যাত্রার পথ রোধে ২নং সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের ৩ নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানের পর ৩২ নম্বর বাড়ীমুখী যে শ্রদ্ধাঞ্জলি মিছিল হয়েছিল, খালেদ মোশারফের মা, ডাকসুর তৎকালীন ভিপি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ছাত্রলীগ নেতা মোস্তফা জালাল মহীউদ্দীন, মুকুল বোস সহ আমিও ছিলাম সে শোভা-যাত্রায়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সৌদি বাদ্‌শাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনি কেমন মানুষ, আপনি কেমন মুসলমান? মুসলমান হয়ে একটা মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্বিখন্ডিত করলেন"। উত্তরে বঙ্গবন্ধু সৌদি বাদ্‌শাহকে বললেন, "ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র গঠিত হয় না। যদি গঠন হতো তাহলে ইউরোপ কেন এতগুলো রাষ্ট্রে খন্ড-বিখন্ড হয়ে এত দেশ হলো। আপনারা সবাই মুসলমান হওয়া স্বত্ত্বেও এক দেশ না করে কেহ তুরস্ক, কেউ ইরান, কেউ ইরাক, কেউ বাহরাইন কিংবা সৌদি আরব গঠন করলেন। কেনই বা পূর্ব এশিয়াতে এতগুলো দেশের সৃষ্টি হলো। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয় না, রাষ্ট্র গঠিত হয় ভাষা, জাতি কিংবা জাতীয়তার ভিত্তিতে"। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিভাজনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াটাকে মেনে না নেবার কারণেই '৭৫ এ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যার আগে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সৌদি আরব যেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, সেদিন বঙ্গবন্ধুর জানাযা পড়া হচ্ছিল এদেশে, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর। ৭৫ এর সন্ধ্যা থেকে আমি, কনক কান্তি বড়ুয়া, আব্দুল হাই আমাদের প্যাথলজী পরীক্ষার শেষে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাসিয়ামে। সেখানে পরবর্তী দিনের সাজসজ্জার প্রস্তুতি কাজ করছিল কয়েকজন কাঠ-মিস্ত্রী। পুরো সাজসজ্জার পরিকল্পনায় ও দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, ইএগ্র এর আর্ট ডিরেক্টর, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা কেরামত মাওলা। আমরাসহ আরও কিছু ভলান্টিয়ারের কাজ ছিল হার্ড বোর্ড আর পারটেক্সের কাঠামোর উপর আঠা মিশানো সাদা জিন্‌ক অক্সাইডের প্রলেপ লাগানো, যার উপর কেরামত মাওলার সাথে তাঁর একদল সহকারী মূল ডিজাইন পেইন্ট করবে। রাত ১ টার দিকে শেখ কামাল আমাদের সবার জন্য বিরিয়ানীর প্যাকেট নিয়ে আসলো। ভোর বেলা খবর পেলাম বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হবার সে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের। ১৯৭৫-এর সে কালো দিনটিতেই জাতি হারিয়েছে তার গর্ব, আবহমান বাংলা ও বাঙালির আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বঙ্গবন্ধু মানেই স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ। বাংলার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মতো বিশাল জাতির পিতার বুক থেকে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে রক্তগোলাপের মত ঝরা লাল টকটকে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় এসে একাকার হয়ে গেছে ৩০ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান শহীদের অভিন্ন রক্ত ধারায়। বড় ছেলে শেখ কামাল পচাত্তরের আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হলে রক্তের প্রয়োজন মিলেছিল দীপক দাস আর কনক কান্তি বড়ুয়ার রক্তে। সেদিন সে মুহূর্তে প্রশ্ন তোলেনি কেউ হিন্দুর রক্ত বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর রক্ত নিয়ে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তিরোধানের ২২ বছর পরে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ কি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির সারা জীবনের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলন করছে আর বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ক্রিয়াশীল আছে?

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন জাগরণী গানের সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন পাকিস্তান আমল থেকে স্বনামধন্য সমর দাস। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের orchestration এর রেকর্ডিং এর আয়োজন ও পরিচালনার জন্যে অন্য কিছু মনে না এনে বাঙালি খ্রিস্টান সমর দাসকে একক দায়িত্ব দিয়ে লন্ডন পাঠালেন। ব্রেন ষ্ট্রোকে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়ে শমরিতা হাসপতালে ভর্তি থাকাকালীন শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মিরপুরস্থ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাধিস্থ হবার। যখন তিনি মারা যান বিএনপি তখন সরকারে। আমি তখন বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল। আমরা কয়েকজন সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করলে নগর ভবনে যোগাযোগের পরামর্শ দিল। গেলাম ঢাকার তৎকালীন মেয়র, আওয়ামী লীগের হানিফ সাহেবের অফিসে। ২ ঘন্টা পরে জানলাম অনুমতি নেই। বুঝতে পারলাম সামনে জাতীয় নির্বাচনের কারণে কোন দলই কোন প্রকারের ঝুঁকি নিল না। শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজিত শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিল সাংস্কৃতিক কর্মী, কণ্ঠশিল্পী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী ও শিল্পীসহ অগণিত মানুষ। রমনার ক্যাথিড্রাল গির্জায় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ছিল না সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় কিংবা মেয়রের কোন প্রতিনিধি। ছিল ঢাকার DC এর পক্ষে দু'জন কর্মকর্তা ফুলের তোড়া নিয়ে। ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন সমর দাস। কবরস্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গুটি কয়েক আনসারের 'গার্ড অব অনার' এর বিউগলের করুণ সুর হারিয়ে গেল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দের সমবেত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠা সমর দাস সুরোপিত জাগরণী গানে। কবরস্থানে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরও ছিল সেদিন।

মিরপুরস্থ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে যাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে তাঁদের সবার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। বাংলার পতাকার লাল সূর্যটার সৃষ্টি হয়েছে ৩০ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান শহীদের অভিন্ন রক্তস্রোতে। এ শহীদদের রক্তের লাল রক্ত খাবলা মেরে অমুসলিম রক্ত আলাদা করলে গোলাকার সূর্যের সৌন্দর্য কিন্তু আর থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাক বাহিনীর খোঁড়া গণকবরে এক সাথে চাপা পড়েছিল হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান শহীদের ভিন্ন দেহ। এত বছরেও কেউ শুনেনি কোন হানাহানির কথা। নিউজিল্যান্ডের Church mosque victims করা হয়েছে Christ Church Memorial Park cemeter এর সাথেই। সমর দাস ও এন্ড্রু কিশোরদের মত ব্যক্তিত্ব ও সংগীতজ্ঞ বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে আর কোনদিন আসবে কিনা জানি না তবে আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠিতে আসার সম্ভাবনার ব্যাপারেও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। এন্ড্রু কিশোর রাজশাহীর ইচ্ছার কথা জানিয়েছে বলে সরকার একটু স্বস্তিতে। আমি শুধু ভাবছি সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্ত যখন মারা যাবেন তখন কি হবে? বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সব বুদ্ধিজীবী সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জিজ্ঞেস করছি আমাদের অমুসলিমদের মাঝে কারো কি বুদ্ধিজীবী পর্যায়ে যাবার কোন বিধিনিষেধ আছে?

ঢাকা কলেজে পড়াকালীন আমার বন্ধু-বান্ধবদের অনেকের প্রশ্ন ছিল আমি কেন শেখ মুজিবকে সমর্থন করি? আমি শুধু তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র শেষাংশ দেখিয়ে বলতাম নায়ক অমিতের সাথে দার্জিলিং এ লাবণ্যের সাথে অমিতের নিখাদ, নির্মল ভালবাসা থাকলেও কোলকাতায় এসে কেটিকে বিয়ে করলো। কারণ জিজ্ঞাসিত হলে অমিতের উদ্ধৃতিতে দেখি,

'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার ভালোবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে'। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামে জাতিকে দেখিয়েছে ৪টি ঘাটের স্বচ্ছ জলের সরোবরসম তাঁর স্বপ্নিল ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা। যেখানে সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিনা বাধায় অবগাহন করতে পারবে।

মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তির ৩ বারের হ্যাটট্রিক সরকার মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী ২০২০ খ্রিস্টাব্দকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে জাকজমক ভাবে উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করেছিল। COVID এর আক্রমণে তাতে বিঘ্ন এনেছে বটে তবে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন হাসিনা সরকারে ও দলে ঘাপটি মারা খন্দকার মোশতাকের প্রেতাত্মারা বারে বারে অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাই করোনা মহামারির সময়ে ঘরে বসে এ সব অপশক্তিকে বাছাই ও চিহ্নিত করে সরকার ও দলকে আর্বজনা মুক্ত করতে হবে।

পরিশেষে সরকারের কাছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুরোধ জানাই বীরশ্রেষ্ঠ মতিয়ুর রহমানের দেহাবশেষ যেমন পাকিস্তান থেকে সসম্মানে এনে বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে সমাধিস্থ করা হয়েছে তেমনি মুজিব বর্ষে কণ্ঠসৈনিক সেক্টরের অন্যতম কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা বীর সেনানী সমর দাসের দেহাবশেষ ওয়ারী কবরস্থান থেকে তুলে সসম্মানে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হোক॥

ঐতিহ্যগত বিদ্যা সংরক্ষণ ও বিকাশে গারো নারীসমাজের ভূমিকা

জাসিন্তা আরেং

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার : হাজার বছর ধরে গারো নারীরা নিজস্ব সুতা ও নকশা ব্যবহার করে কাপড় তৈরি করতেন এবং পড়তেন যা এখনো কিছু গারো নারীরা অনুসরণ করছেন। গারো নারীসমাজের কম-বেশি সবাই ঐতিহ্যবাহী এই পোষাক পড়তে পছন্দ করে থাকেন। মধুপুর এলাকায় এখনো গারো নারীরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কাপড় তৈরির জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করছেন এবং এই শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। গারো নারীরা নিজস্ব নক্শা করা দকমান্দা, দকশাড়ি, ওড়না এবং হাতির দাঁতের তৈরি কোমরের বিছা এবং নাতাক্সি, নাদিলেং ইত্যাদি কানে ও রুপার টাকা বা থাংকা সরা গলায় বা কোমরে নিত্যদিন পরতেন। এছাড়াও, রিক্সাৎচু, রিপক নামের গলার হার, পিতলের তৈরি জাক্সাম নামের অলঙ্কার হাতে ও পায়ে পড়তেন এবং চুলে দমি ব্যবহার করতেন। হাতে খাঁটি রুপা ও সোনার বয়লা (বালা), এ সকল ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কারগুলি গারো নারীরা গৌরবের সাথে এখনও ব্যবহার করেন যা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য এবং মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ধারণা করা হয়। তাই বলা যায়, বিশ্বায়নের যুগেও যে গারো নারীরা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের ঐতিহ্যকে বহন করছেন এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

খাদ্যাভ্যাস : প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব খাবার বা খাবার রান্নার পদ্ধতি রয়েছে। ঠিক তেমনি গারোদেরও রয়েছে নিজস্ব কিছু খাদ্যাভ্যাস যা যুগ-যুগ ধরে চলমান রয়েছে। যেমন: উথেফা (কলা পাতায় মুড়িয়ে রান্না), বাঁশের ভিতরে খাবার রান্না করা, গপ্পা, খারি জাবা, হিসাল মাস্থি (কলা পাতায় মোড়ানো পিঠা) লংলংথি পিঠা (সিদ্ধ পিঠা), চুচ্চুরু (শামুক), বাঁশের কোড়ল দিয়ে আঁচার এবং তরকারি রান্না, চু (ভাতের রস) ইত্যাদি। এসব খাবারগুলির নাম ও রান্নার পদ্ধতি স্থানভেদে এবং মৌখিকভাবে ভিন্ন হবার কারণে কিছুটা তারতম্য থাকতে পারে। এসব খাদ্যাভ্যাসের বিদ্যা আদি পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যা বর্তমান নারীসমাজ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে আসছে। গর্বের বিষয় এটাই যে, গারো নারীরা এসব খাদ্যাভ্যাসের বিদ্যা ও তালিম তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী দাদী-নানী-মা'য়ের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। বংশ পরম্পরায় গারো নারীরা এসব বিদ্যা সংরক্ষণ করে আসছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করছে। তাছাড়াও, পরিবারে রান্না করা, খাওয়া, সন্তানদের শেখানো এবং মেহমান আপ্যায়নের মধ্যদিয়েও গারো নারীসমাজ এই খাদ্যাভাসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমানে সেই খাবারগুলি বাঙালিরাও অনন্য স্বাদের জন্য পছন্দের তালিকায় রাখতে শুরু করেছে।

সাহিত্য চর্চা : আদিতে নারীরা নিরক্ষর হওয়ার ফলে মূলত মৌখিকভাবে তাদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এসেছে এবং তৎকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা গল্পের মাধ্যমে উত্তরসূরীদের কাছে প্রচার করেছেন সহভাগিতার মধ্যদিয়ে। যদিও বর্তমানে গারো নারীরা মৌখিকভাবে আদি রীতি ও ঐতিহ্যকে তেমন প্রচার না করলেও সাহিত্য চর্চার মধ্যদিয়েও আজকাল নিজস্ব ঐতিহ্যের জ্ঞান ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে পাঠকদের মাঝে সহভাগিতা করছেন। তাদের রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং উপন্যাসের মধ্যদিয়ে গারো নারীসমাজ তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

ঐতিহ্যবাহী গান ও নাচ: গান ও নাচের মধ্যদিয়ে গারো নারীরা প্রেম নিবেদন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতেন। বর্তমানেও ঐতিহ্যবাহী গান ও নাচ গারো নারীরা আরও নান্দনিকভাবে চর্চা করছেন এবং তাদের সন্তানদের শেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি আজিয়া, রে রে, সেরেনজিং এবং কাত্থা ডাক্কা' র মধ্যদিয়ে গারো নারীরা তাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য, আনন্দ-বেদনা, অভিযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্ত করতেন। রে রে'র মধ্যদিয়ে নারীরা যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তর, মনের গ্লানি ও আনন্দ প্রকাশ করে তাৎক্ষণিক গান তৈরি করতেন। এছাড়াও, সেরেনজিং নামক লোকগীতির মাধ্যমে রোমান্টিক প্রেম ও বিচ্ছেদের কষ্ট প্রকাশ করতো। এখন এ গানগুলো চর্চা হয় না বললেই চলে। তবুও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসকল পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ নারী রয়েছে, তারা এই গানগুলি মাঝে-মাঝে নাতি-নাতনীদের শুনিয়ে থাকে। যেকারণে এই গানগুলি এখনও পুরোপুরিভাবে হারিয়ে যায়নি। 'কাত্থা ডাক্কা' এক ধরনের আচিক ঐতিহ্যবাহী গান যার মধ্যদিয়ে প্রকৃতি পূঁজারী নারীরা সুরেলা কণ্ঠে সৃষ্টিকর্তার নিকট তাদের আকুল নিবেদন জানাতেন। বর্তমানে এর বিলুপ্তি ঘটলেও কোথাও-কোথাও কিছু নারীদের মাঝে এই গানের চর্চা এখনও বিদ্যমান রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আদিবাসীদের ঐতিহ্য, আদিবাসীদের পরিচয়ের ধারক। কাজেই, শুধু আদিবাসী নারী নয়, সকল জাতির ঐতিহ্যের বিদ্যা দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ যা সংরক্ষণে সকলকেই তৎপর হতে হবে। বর্তমানে গারো আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত বিদ্যা বিলুপ্তির পথে। গুটিকয়েক গারো নারীরা এই ঐতিহ্যকে লালন করলেও বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য নারীরা তা অবমূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। তাই গারো নারীদের আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা গারো নারীরা বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি নিজ ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে গৌরবের সাথে চর্চা করছেন ও তা যথাযথ সংরক্ষণ এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, ঐতিহ্যগত বিদ্যার চর্চা, সংরক্ষণ ও বিকাশ শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই বড় পরিসরে হচ্ছে, শহরে সীমিত চর্চার কারণে এর সংরক্ষণ ও বিকাশ বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তবুও আশার প্রদীপ জ্বেলে প্রত্যাশা রাখি যেন নিজস্ব ঐতিহ্যের বিদ্যা সংরক্ষণে এবং প্রসারে নারীদের নিরন্তর এই প্রচেষ্টা হাজারো বছর চলমান থাকে। সুতরাং, গারো নারীরা নিজস্ব জাতিগত ঐতিহ্যের বিদ্যা সংরক্ষণ ও বিকাশে যে অমর হস্তাক্ষর রেখে চলেছেন তা স্বীকৃত হোক অবলীলায়॥

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

তেরেজা তপতী রোজারিও

মানুষ জীবনধারণ এবং জীবনযাপন করছে কিছু আবশ্যিক বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই পরিবেশের পানি বায়ু ছাড়া যেমন মানবজীবন ধারণ অসম্ভব, তেমনি মানসিক বা মানবিক অবস্তুগত বিষয়গুলোও মানবজীবনে অতি আবশ্যক। সততা মানুষের তেমনি একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ বা মানবজীবনের উপাদান যা ছাড়া জীবনযাপন আদৌ সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবনে তো বটেই; আমরা যদি একটু উপর থেকে দেখি, মানবসমাজে সততা না থাকলে তা কতটা বাসযোগ্য হতো কিংবা আদৌ কত সময় টিকে থাকত? যত কিছুই হোক, সততার উপরই কিন্তু এ সমাজ এখনো ক্রিয়াশীল।

চারিদিকে আমরা যত অসৎকর্ম, মিথ্যা, অসততা, অন্যায় দেখে বিড়ম্বিত বা উদ্বিগ্ন হই তা কিন্তু আমাদের সৎ মানসিকতার কারণেই। অর্থাৎ সৎকর্মটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আমরা সততাকেই বিশ্বাস করি আর তাই অসৎ কার্যকলাপ সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের আঘাত করে। সমাজে অসততার পাল্লাটাই যদি ভারী হয়ে যায় তাহলে সমাজটাকে ডুবিয়ে দিবে, একদমই অসততার রাজ্যে পরিণত হলে অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। তেমনি কোন ব্যক্তি তার টিকে থাকার মূল্যবান হাতিয়ার সততাকে যদি খুইয়ে ফেলে অসৎকর্ম-অসৎচর্চার আবরণে, তবে অতি সহজে নিমজ্জিত হবে পতন গহ্বরে। একজন ব্যক্তি তার অসততার দ্বারা একই সাথে অন্যকে ঠকিয়ে তার কোন ক্ষতি করছে তেমনি নিজের পাপ-অন্যায়ের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। হয়তো তেমনটি করে দৃশ্যত সাময়িক লাভ বা প্রাপ্তির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসৎ জীবনটি কি স্বার্থক? যদি তা হত, তাহলে বিখ্যাত আর কুখ্যাত বলে দু'টি প্রত্যয় থাকতনা বা মহৎ আর ঘৃণিত বলেও দু'ভাবে মানুষকে চিহ্নিত করা হতনা। সততার মধ্যদিয়েই জীবন গড়ে তুলতে হবে, জীবনের সাধারণ এই চর্চার জন্য বিখ্যাত বা মহান আখ্যা পাবার আশা করার দরকার নেই। মানব সমাজে ঘৃণিত হিসেবে পরিচিতি না হয় এমনভাবে অসততা আর অসৎকর্মে লিপ্ত থেকে নিজের মনের কাছে বিশুদ্ধ থাকা যাবে তো? নিজের বিবেক এবং মনকে কোন প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারলে বেঁচে থাকা বড় কঠিন।

টমাস ফুলার বলেছেন, "সৎ বিবেক শ্রেষ্ঠতম স্বর্গীয় গুণ।" সৎ বিবেকের অধিকারী একজন মানুষ তার চিন্তা কর্মে যেমন সদা স্বচ্ছন্দবোধ করে তেমনি তিনি হয়ে ওঠেন সর্বজনপ্রিয় একজন বিজয়ী ব্যক্তিত্ব। পরের কল্যাণের জন্য কিছু প্রয়াস বা প্রচেষ্টা দরকার। কেউ সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েও শুধুমাত্র সৎ থেকে অন্যের ক্ষতি না করে মানষের মঙ্গল আনতে পারে। আমরা তো সকলেই জানি সেই সৎ বালকের কথা যার সততায় ডাকাতের হাত থেকে বাঁচল সবাই। যার সততায় মুগ্ধ হয়ে অন্যায় পথ ছেড়ে ন্যায়ের পথে চলে এসেছিল একদল কুখ্যাত ডাকাত। সত্যবাদিতা মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামগ্রিক তথা সামাজিক অঙ্গণে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করে। এই সত্যবাদিতার রূপ সর্বত্রই এক। সূর্য যেমন সারা পৃথিবীময় আলোদায়ী, তেমনি সততা নিষ্ঠার চর্চায় মানুষ যে কোন স্থানেই সফল হতে পারে। যেমনটি ইংলান্ডের সমাজে বাংলার এক সৎ ব্যক্তি সামান্য ট্যাক্সিক্যাব চালক হয়েও সমাদৃত হয়েছে তার সততার কারণে।

মানবের নৈতিক গুণ গুলোকে পরশ পাথর বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এর গুণেই মানুষ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সততা তেমনই এক পরশ পাথর যার স্পর্শে কিংবা যার উপস্থিতে মানুষ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সাফল্যের সন্ধান পায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ-সাফল্যকে যদি জীবনের লক্ষ্য বা চাওয়া মনে করা হয় তবে অসততার দ্বারা প্রাপ্ত সেই সুখ হারিয়ে যাবে। সততায় অর্জিত সুখ, সম্পদ স্থায়ী-আস্বাদনযোগ্য।

'সৎ লোকের ভাত নাই' এমন কথা খুবই প্রচলিত। আপনিও কি সেই প্রচলিত মতে গা ভাসাবেন? যাদের মুখে মুখে একথা শোনা যায়, তারা সবাই কি অসৎ কাজে লিপ্ত? চারিদিকে যখন লণ্ঠন জ্বালিয়ে সৎ লোক খোঁজা হয় তখন আপনি কেন বুকটা উচিয়ে সামনে আসতে পারেন না? সততাকে ধারণ লালন চর্চা করতে হবে ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক জীবনে। আবারও সতর্কতা অসততার অস্বচ্ছ চোরাগলি সাফল্যের পথ নয়। বুকে বিশ্বাস রাখুন- সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা॥

বেথানী ধ্যান-আশ্রম

শ্রদ্ধাভাজন যাজকসমাজ, সন্ন্যাসব্রতীগণ ও ভক্তবিশ্বাসীগণ, সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, নিবেদিত চিরকুমারীদের (The Order of Consecrated Virgins) জন্য একটি গৃহ নির্মিত হয়েছে : বেথানী ধ্যান-আশ্রম। যেখানে তারা তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলো করবেন এবং ভক্ত বিশ্বাসীদের জন্যও ধ্যান প্রার্থনার নানাবিধ সুযোগ করে দিবেন।

যাদের উদার দয়াদান ও প্রার্থনায় বেথানী ধ্যান-আশ্রম নির্মাণকাজ সম্ভব হয়েছে তাদের নাম শুধু আমাদের কাছে নয়, যিশুর হৃদয়ে লেখা রয়েছে এবং আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ গৃহটি আশীর্বাদ করতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন ।

জায়গা খুবই ছোট হওয়ায় গৃহটি আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে আশীর্বাদের পরে অন্য যে কোন দিন এই প্রার্থনালয়ে আসতে পারবেন।

বিনীত নিবেদন

ডোরা ডি'রোজারিও ওসিভি

এনিমেটর

আশীর্বাদের তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

স্থান: বেথানী ধ্যান-আশ্রম, পাদ্রিকান্দা, গোল্লা ধর্মপল্লী।

ভিত্তি স্থাপন প্রার্থনা: শ্রদ্ধেয় ফাদার স্ট্যানলি কস্তা: পালক পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী এবং কো-অর্ডিনেটর: কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল।

উদ্বোধন

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

প্রার্থনাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় স্মরণীয়

MISSIO,Germany;

Fondo " Nueva Evangelizacion"Spain.

ভাই-বোন, মাসতুতো ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রার্থনাসেবী, শুভাকাঙ্ক্ষী।

বিজ্ঞ/২২৪/২২

অবহেলা

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

বেশির ভাগ ভালবাসার সম্পর্ক শেষ হয় অবহেলা আর মিথ্যা অভিযোগের কারণে। পৃথিবীর সবচেয়ে নরম জিনিস হচ্ছে মানুষের মন। এটা ভাঙ্গতে কোন পাথর বা হাতুরি প্রয়োজন হয় না শুধু মুখের কয়েকটি অবহেলিত ভাষাই যথেষ্ট। অবহেলার মতো নিষ্ঠুর জিনিস আর হয় না। তবুও মানুষ ভালোবাসার মানুষটার কাছ থেকে অবহেলা পেয়েও তাকে ভালোবেসে যায় প্রতিনিয়ত। সব কিছু মেনে নেওয়া যায় কিন্তু কাছের মানুষের অবহেলা মেনে নেওয়া যায় না। হারিয়ে যাবার অনেক কারণ থাকে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক কারণ হল অবহেলা আর অযত্ন।

এক সময় হয়তো তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাব। অপমান সহ্য করা যায় কিন্তু অবহেলা অসহ্য পড়ে থাকা অব্যবহৃত লোহার জিনিসেও মরিচিকা ধরে আর আমি তো জীবন্ত একটা মানুষ। আমার আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা বা চাওয়ার তো মূল্য আছে। হ্যাঁ তোমার কাছে এগুলোর মূল্য সবজি ধরের থেকেও কম তাই বলে আমার আবেগ অনুভূতি ফেলনা নয়। আমার প্রতি তোমার অবহেলাগুলো বড়ই বেদনাদায়ক ও কষ্টের। তোমার অবহেলার কারণে আজ আর আমার অনুভূতিগুলোর হয় না প্রকাশ। বুকের মাঝে সবটা জুড়ে থাকে শুধুই দীর্ঘশ্বাস। ভালোবাসাগুলো এমনই হয় একজন পাগলের মতো ভালবাসে আর একজন পাগল ভেবে শুধু অবহেলাই করে। দর্পণ কবির লেখা একটি কবিতা পড়েছিলাম অনেক আগে। "বসন্ত নয় আমার দরজায় প্রথম কড়া নেড়ে ছিল অবহেলা"। ছোট ছোট অবহেলাগুলোই মানুষকে একসময় পাথর করে দেয়। কাউকে অবহেলা করলে তার কতটা কষ্ট হয় তা তুমি সেদিনই বুঝবে যেদিন তোমাকেও কেউ অবহেলা করবে।

মানুষ যখন কাউকে ছেড়ে চলে যায় তখন সে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না সে কি হারাচ্ছে। কিন্তু সময় কারো জন্য অলস বসে না থাকে। দিন, সপ্তাহ, মাস বছর ঘুরে হারানোর বার্ষিকী চলে আসে। প্রিয় মানুষটা ছেড়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে মানুষ বুঝতে পারে চাঁদকে খুঁজতে গিয়ে জীবন থেকে পুরো আকাশটা সে হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝে না। হারিয়ে গেলে দাঁতের কদর হাড়ে হাড়ে টের পায়। মানুষ বড়ই অদ্ভূত আজব প্রকৃতির। হারিয়ে গেলে বুঝতে পারে হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে যেন না যায় তার জন্য মানুষের করণীয় কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় মেলে না।

জীবনে সঠিক মানুষটাকে চিনতে মানুষ ভুল করে। ভুল ঘাটে নোঙ্গর করে মিথ্যে মায়ার জালে বন্দি হয়ে প্রিয় মানুষটাকে ভুলে যায়, আঘাত করে, কষ্ট দেয়। মানুষ সুখের জন্য অনেক কিছু করে। সুখের জন্য মানুষ পুরনো হাত ছেড়ে নতুন হাত ধরে। কিছুদিন পর বুঝতে পারে সেটাই ভালো ছিল যেটা সে ছেড়ে এসেছে। নতুনত্ব সব সময় অনিশ্চিত কিন্তু পুরনোতে আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা থাকে ভরপুর। আত্মীয়তা বা সম্পর্ক যত পুরনো হয় সেটা তত মধুর হয়।

প্রিয় মানুষটাকে অবহেলা করে কেউ ভালো থাকতে পারে না। অন্য কারোর মাধ্যমে এই জিনিসটা পুনরায় প্রত্যেকের জীবনেরও আসতে পারে। তখন তোমার কেমন লাগবে? প্রকৃতির বিধান বড় নির্মম। প্রকৃতির হিসাব কখনো গরমিল হয় না। একদিন তুমিও বুঝবে অবহেলা নামক শব্দটা মানুষকে কেমন করে কাঁদায়। অবহেলা আমাদের জগত ও বাস্তবতা সম্পর্কে ভাবতে শেখায় ঠিকই কিন্তু প্রিয়জনকে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না। অবহেলার শোকে মানুষ পাথর হয়ে যায়।

যে তোমাকে ভালোবাসে তাকে তুমি অবহেলা করো না। অবহেলা করে তাকে একা করে দিও না। আজ যদি তুমি কাউকে ঠকাও তবে আগামীকাল তুমি নিজেও ঠকবে এটা নিশ্চিত। তোমাকে শুধুমাত্র সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যে মানুষটা একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে তাকে বিনিময়ে অবহেলা দেয়া উচিত নয়। প্রিয়জন যেমনই হোক তাকে সম্মান করো এবং আপন করে নাও। আমরা কেউ কখনো কারো কাছ থেকে অবহেলা পেতে চাই না। সুতরাং আমি যা চাই না তা আমি অন্যের প্রতিও তো করতে পারি না আর সেটা যদি করি সেটা তো অন্যায়।

আপনি যে মানুষটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, যার কাছ থেকে এক মিনিট সময় পেলেও আপনি নিজেকে ধন্য মনে করেন সে মানুষটাও হয়তো কারো কাছ থেকে অবহেলা পায়। যে অবহেলা করে সে অবহেলা পায়। অবশ্য না করলেও কেউ কেউ অবহেলা পায়। অবহেলা সহ্য করে সেই সফল হতে পারে যে সেখান থেকে শিক্ষা নেয়। অনেকেই অবহেলা পেতে পেতে এক সময় হারিয়ে যায়, আর অন্যদিকে কিছু মানুষের সফলতার পথে হাঁটার প্রথম ধাপটিই হচ্ছে কারও কারও কাছ থেকে পাওয়া অবহেলা। অবহেলা পেয়ে কেউ কেউ হারিয়ে যায় আবার কেউ বা হারিয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে॥

১ম মৃত্যু বার্ষিকী

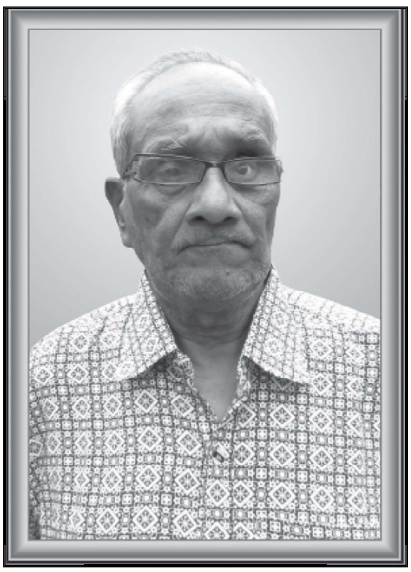

"এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন"

চিরবিদায়ের একটি বছর পেরিয়ে গেল তোমরা দুই ভাই-বোন আমাদের মাঝে নেই। আমরা বিশ্বাস করি তোমরা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে চিরশান্তিতে রয়েছ। তোমাদের মত আদর্শ দুইজন অভিভাবক হারিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের অভাব উপলব্ধি করি। তোমাদের ন্যায়, সততা ও ঈশ্বরভক্তি আমাদেরকে সর্বদা সঠিক পথ দেখিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে তোমরা অনেক ভালো ও শান্তিতে থেকো এবং আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা তোমাদের আদর্শে জীবন পরিচালনা করতে পারি।

মেলবিন ম্যানুয়েল রোজারিও
জন্ম: ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আলবিনা রোজারিও
জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
সহধর্মিনী: বাসন্তী রোজারিও (আলবিনা রোজারিও'র বৌদি)
ছোট বোন: তেরেজা, মালতি, ডলি, শিলা, বাসন্তী
ছোট ভাই ও ভাই বৌ: মার্টিন-মিতালী, স্বপন-রিনা
ছেলে ও ছেলের বউ: প্রদীপ-মিতা, উজ্জ্বল-ঝুনু, আলো-রুনা, উত্তম-শারলিন, উৎপল-তন্নি (আলবিনা রোজারিও'র ভাতিজা/ভাতিজা বউ)
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: শিখা-তালহা (আলবিনা রোজারিও'র ভাতিজি/ভাতিজি জামাই)
ভাতিজা/ ভাতিজি: মৌ, মনিষা, স্বর্না, সঞ্জয়, ম্যাক্সওয়েল
নাতি/নাতনি: অবনী, অদ্রি, জয়িতা, জেসন, অরিন, গহীন, গুঞ্জন, প্রথমা, প্রহর, কাভি, কাইফ

বিজ্ঞ/২২৫/২২

এক ঈশ্বরে তিনব্যক্তি নিয়ে দাদু-নাতির সংলাপ

মাস্টার সুবল

একদিন সন্ধ্যায় রোজারিমালা শেষে দাদু-নাতি এক ঈশ্বরে তিনব্যক্তি নিয়ে সংলাপে বসেন। দাদু বলেন, আচ্ছা ভাই, তোর তো এ অল্প বয়সেই ভীষণ বুদ্ধি, তবে আমি বুঝতে পারছি না, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর কিভাবে হয়। তিন ব্যক্তিতে তো তিনটি ঈশ্বর হবে, তাই না? এ বিষয়ে আমাকে কিছু বুঝিয়ে বল না ভাই। নাতি বলে, দাদু, তুমি এ বৃদ্ধ বয়সে আমার কাছে যে বিষয়টা সম্বন্ধে জানতে চাইছ, এ বিষয়টা তোমার যুবক কালেই জানা উচিত ছিল। তবে আমার মনে হয়, আমাকে একটা বোকা বানাবার জন্যই তুমি আমার কাছে এ বিষয়টা জানতে চাইছ। নাতির এ কথা শুনে দাদুর মুখটা কেমন যেন থুবড়ে যায়। নাতি বলে, তাহলে শোন দাদু- এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার মনটা কিছুটা হলেও পরিষ্কার করে দিতে পারি কিনা।

নাতি বলে, শোন দাদু, ভক্তি পুষ্প বইয়ে লেখা আছে, বিশ্বাসে তিনটি মূল সত্য, এক ঈশ্বর আছেন, এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এ বিষয়টা নিয়ে আমাদের ধর্মক্লাশে সিস্টার কল্যাণী আধুনিক বিজ্ঞান বই থেকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, মানুষের দেহ দশটি সুস্পষ্ট তন্ত্র দ্বারা গঠিত যথা: ত্বকতন্ত্র, অস্থিতন্ত্র, পেশীতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র, পরিচলনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, নি:সারনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, এন্ডোক্রিনতন্ত্র, এইসব তন্ত্রগুলো পৃথক কাজ করলেও একে অপরের সাহায্য ছাড়া দেহের কোন কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। সেরকম এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি যথা, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ছাড়া স্বর্গপথের কোন সমস্যার সমাধান হয় না, বুঝলে দাদু? এবার দাদু মাথাটা নীচু করে চুপ করে থাকে॥

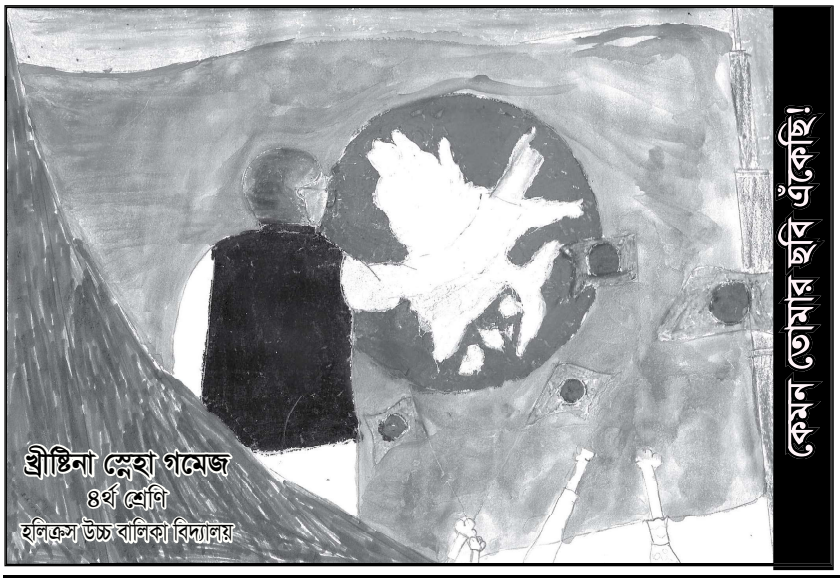

লুর্দের রাণী মারীয়াঃ আলোর পথ দেখাও

যিশু বাউল

অমল-ধবল নিবিড়
সৌন্দর্যের আলোক শোভায়
তুমি মা লুর্দের রাণী
আলোর পথ দেখাও।

নিরাময় আরো আরোগ্য
লাভের দৃঢ় প্রত্যাশায়
এসেছি মা লুর্দের রাণী
সুস্থ্য হবার একাগ্র প্রত্যাশায়।

তমসা আর মন্দতার বন্ধন থেকে
মন পরিবর্তন দীপ্ত আশা নিয়ে
সঁপেছি মা সকল প্রার্থনা তোমার
পদতলে
শুদ্ধ-সুন্দর কর দেহ-মন-অন্তরে।

দেখাও পথ, জ্বালাও আলো
ভগ্ন হৃদয়-মন্দিরে
তোমার চরণে প্রার্থনা মাগো
নিরাময় লাভের অমল সুন্দর জীবনের।

কুড়ি কুড়ি

রাফায়েল ববি রড্রিগস

বয়স তার কুড়ি
আদর করে তাকে
আমি ডাকি শিল্পী বুড়ি।
সারাদিন কাজের মাঝে
করে সে তড়ি ঘরি,
সময়-সময় গিয়ে দেখে
ড্রইং রুমের ঘড়ি।
বুড়ি বুড়ি বুড়ি
আমার শিল্পী বুড়ি।
কাজের ফাঁকে খায় সে
লংকা, পিঁয়াজ, মুড়ি
আবার কাপ ভর্তি চায়ের সাথে
খায় সে মুঠো মুড়ি।
বিকেল বেলা কাজের ফাঁকে
উড়ায় ছাদে ঘুড়ি,
ছাদ ভর্তি গাছ থেকে
উঠায় ফুলের কুঁড়ি।
বুড়ি বুড়ি বুড়ি
আমার শিল্পী বুড়ি॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

সিগনিস ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণী

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অনুষ্ঠিতব্য সিগনিস ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে এবং ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি। সিগনিস কাথলিক যোগাযোগ পেশাদারীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক একটি এসোসিয়েশন, যারা সিউলের মতো

একটি যথোপযুক্ত স্থানে এ বছর মিলিত হচ্ছে। সিউলের মঙ্গলবাণী বিস্তারের ইতিহাসে দেখা যায় মুদ্রণ বাণীর শক্তি ও বাণীপ্রচারে খ্রিস্টভক্তদের অপরিহার্য ভূমিকা। সাধু এণ্ড্রু কিম ও তাঁর সঙ্গীদের দুই শত বছরের আগের ঘটনা আপনাদেরকে বর্তমান সময়কার যোগাযোগ মিডিয়ার ভাষায় প্রভু যিশুর বাণী প্রচারে নিশ্চয়তা দান করুক।

এই সময়ে বিশ্বে যখন নতুন নতুন সহিংসতা ও আগ্রাসনের প্রাদুর্ভাব ঘটছে, তখন তা চিহ্নিত করে আপনারা ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের জন্য মূলসুর হিসেবে বেছে নিয়েছেন - 'ডিজিটাল বিশ্বে শান্তি'; যা খুবই প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ডিজিটাল মিডিয়ার অভ্যুত্থান আমাদের মানব পরিবারে সংলাপ ও মিলন স্থাপনে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষভাবে মহামারিকালে লকডাউনের মাসগুলোতে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম কিভাবে ডিজিটাল মিডিয়া আমাদেরকে একত্রিত করেছে, শুধুমাত্র আবশ্যকীয় তথ্য বিতরণ করেই নয়, কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কারণে একাকীত্বে থাকাদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে, অনেকক্ষেত্রে পরিবার ও মাণ্ডলিক সমাজের সদস্যদেরকে প্রার্থনা ও ভক্তি উপাসনায় সম্মিলিত করেছে।

একই সময়ে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার, বিশেষভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্নরূপ ব্যবহার নৈতিকতার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সঞ্চারণ ঘটিয়েছে। যা যোগাযোগকারীদের এবং খাঁটি ও গুণগত মানব সম্পর্ক আনয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ রায় প্রত্যাশা করে। কিন্তু কখনো কখনো কোন কোন স্থানে মিডিয়া সাইটগুলো বিষাক্ত, ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্য ও ভুয়া খবরের জায়গা হয়ে ওঠে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিগনিস মিডিয়া এডুকেশন, কাথলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কিং এবং মিথ্যা ও ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনে মানুষকে সহায়তা করা, বিশেষ করে তরুণদেরকে বিশ্লেষণ বোধ তৈরিতে সাহায্য করা, সত্য থেকে মিথ্যা, ভুল থেকে ঠিক, মন্দ থেকে ভালোর পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করা এবং ন্যায্যতার জন্য কাজ করাকে সমর্থন করা, সামাজিক ঐক্য ও সকলের বসতবাটির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা - এই প্রচেষ্টাগুলোতে আরো বেশি মনোযোগী হতে আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করছি। এখনো পর্যন্ত এই বিশ্বের অনেক জায়গার মানুষ ডিজিটাল স্পেসে স্থান পায়নি। তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আপনাদের ডিজিটাল স্পেসে অর্ন্তভূক্ত করতে আপনাদের সাংগঠনিক পরিকল্পনায় রাখতে আপনাদেরকে উৎসাহিত করছি। তা করার মাধ্যমে মঙ্গলসমাচারের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

এ বছরের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণীতে আমি শ্রবণের কথা বলেছি। শ্রবণ হলো সংলাপ ও উত্তম যোগাযোগের প্রথম ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান। তাই সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়েছে হৃদয়ের কান দিয়ে শোনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য। 'শ্রবণের প্রেরণকাজে' অন্য যে কারো চেয়ে কাথলিক যোগাযোগকারীরাই বেশি অন্তর্গত। কেননা যোগাযোগ শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, কিন্তু ব্যক্তিদের ও বৃহত্তর সমাজগুলোর মধ্যে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য একটি পরিষেবা।

মণ্ডলী এ বছরগুলোতে সিনোডাল যে যাত্রা গ্রহণ করেছে সেই সিনোডাল যাত্রাতেও শ্রবণ করা একইভাবে অপরিহার্য। এটা আমার আশা যে, আপনারা আপনাদের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের পবিত্র ও বিশ্বস্ত লোকদের পারস্পরিক শ্রবণের অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা দানে, প্রভুর ইচ্ছা প্রতিপালনে ও যা সকলকে অর্ন্তভূক্ত করে সে মিলনে আমাদের অংশগ্রহণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আপনারা অবদান রাখবেন।

এইভাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠার আপনাদের প্রচেষ্টাসমূহ আরো বেশি ঐক্যতানিক (মিলনময় ঐক্য) মণ্ডলী সৃষ্টি করবে; যার একতা প্রকাশ পাবে সুরেলা ও পবিত্র সম্মিলিত সুরে।

প্রিয় সিগনিস বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে আপনাদের কাজের জন্য এবং এই ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক ফলপ্রসূতার জন্য আমরা প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি। আপনারা, আপনাদের পরিবার, সহকর্মীগর্ণ এবং আপনারা যাদের সেবা করেন তাদের সকলের জন্য আমি অমিয় ধারায় ঐশ জ্ঞান, আনন্দ ও শান্তি আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আপনাদেরকেও আমার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করি।

রোম, সাধু যোহনের লাতেরান, ১৫ আগস্ট ২০২২॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বাৎসরিক সেমিনার ও সাধারণ সভা

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ বিগত ২৫-২৮ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকায় বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বাৎসরিক সেমিনার ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মূলসুর ছিল: "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্ম"। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীসহ সারা বাংলাদেশ থেকে ১৫৯ জন যাজক উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে একজন করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। বিডিপিএফ এর সভাপতি ফাদার জয়ন্ত গমেজ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, করোনার পর আমরা এক সাথে মিলিত হতে পেরেছি; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সময় আমরা অনেককেই হারিয়েছি এবং কয়েকজন নতুন যাজক ও নতুন মনোনীত বিশপকে পেয়েছি।" তিনি সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং এ সাধারণ সভা-সেমিনারের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। ২৪ জন রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারদের ফুল ও উপহার দেওয়া হয়। নব অভিষিক্ত যাজকদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং উপহার স্বরূপ সংঘের সংবিধান ও একটি করে স্টোল প্রদান করা হয়। একইভাবে যারা বিদেশ থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন; তাদেরকেও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

সেমিনার ও বাৎসরিক সাধারণ সভার মূল বিষয়: "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্ম" এর উপর ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু তার মূল্যবান ও সুচিন্তিত আলোচনা উপস্থাপনা করেন। তার উপস্থাপনার তিনটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ যাত্রাপথে: প্রসঙ্গিক কথন। দ্বিতীয় অংশে- মণ্ডলীর অনুগ্রহ ও ধারা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। তৃতীয় অংশে- ধর্মপ্রদেশীয় যাজক: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। তিনি বলেন, "মিলন সমাজের উৎস ত্রিত্ব। মিলন একটি সাধনা ও একাত্মতা। সীনডিয় মণ্ডলী হল সহভাগিতার মণ্ডলী। সবাইকে নিয়ে বাস করা ও পথ চলা। মণ্ডলী প্রকৃতিগতভাবেই প্রেরণধর্মী। দীক্ষার গুণে আমরা সবাই প্রেরণকর্মী।" ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা তার যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার নানান দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, "একজন যাজকের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হওয়া উচিত একজন যাজক। একজন যাজকের চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে, মর্মে-স্বভাবে খ্রিস্টীয় মনোভাব থাকা দরকার"। ফাদার দিলীপ এস কস্তা "অংশগ্রহণ মণ্ডলীতে একজন যাজকের ভূমিকা" সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "একজন যাজক ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হন এবং অভিষিক্ত হন অন্যের সেবা ও ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মণ্ডলী হল মিলন সমাজ, যেখানে যাজক বিভিন্ন সেবা-দায়িত্ব পালন করেন"। ফাদার মিন্টু এল পালমা শিশু সুরক্ষা ও এর উদ্দেশ্য, শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্ক কারা, শিশু নির্যাতন কি বা শিশু যৌন নির্যাতন কি তা সাবলীলভাবে সহভাগিতা করেন। ফাদার স্ট্যানলী কস্তা "কথা বলা: অন্যদের শোনা/শুনা" সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "সিনোডাল মণ্ডলী আমাদের সবাইকে আহ্বান করে পরস্পরের কথা শুনতে; যাতে করে সবাই এক সাথে যাত্রা করতে পারি। শুনার মানুষ সোনার মানুষ হয়। এজন্য আমাদের হৃদয়/মন দিয়ে অন্যদের শুনতে হবে।"

এরপর বিগত বিডিপিএফ এর সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, বিডিপিএফ- এর প্রতিবেদন, আর্থিক রিপোর্ট আলোকপাত করা হয়। এরপর বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার বক্তব্যে বলেন, "আমি অনেক গর্বিত কারণ পূর্বে বক্তাদের অন্য জায়গা হতে আনতে হত; কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে অনেক ভাল বক্তা বিদ্যমান। বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী তার বক্তব্যে বলেন, "যে উদ্দেশে এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য যেন সফল ও স্বার্থক হয়। শুধুমাত্র বাৎসরিক নয় এজন্য ধর্মপল্লী পর্যায়েও কাজ করতে হবে। দুঃখে-কষ্টে, বিপদে-আপদে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।" সব শেষে সেক্রেটারী ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী সবাইকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর নির্বাচন কমিশন ও সবার সম্মতির মধ্যদিয়ে নতুন সভাপতি- ফাদার মিন্টু এল পালমা, সহসভাপতি- ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, সেক্রেটারী- ফাদার রুবেন গমেজ নির্বাচিত হন। শেষে সন্ধ্যা ৬টায় সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পরম আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগের পর রাতের খাবার গ্রহণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সেমিনার ও বাৎসরিক সাধারণ সভা সমাপ্ত করা হয়॥

ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন সেমিনার

জেপি কমিশন ডেস্ক ▯ বিগত ১৩ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আলীকদম ধর্মপল্লীর এলএইচসি সিস্টারদের সেমিনার কক্ষে ধর্মপল্লীর মায়েদের অংশগ্রহণে ন্যায় ও শান্তিবিষয়ক বিশপীয় কমিশন এবং ধর্মপল্লীর যৌথ আয়োজনে "ক্রেডিট ইউনিয়নবিষয়ক সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পাড়ার নারীনেত্রীবৃন্দ, পাড়া কারবারী প্রতিনিধি, ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং কয়েকজন যুবতীসহ ৮০জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি প্রার্থনা এবং আলীকদম ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিজয় রিবেরু

ওএমআই এর স্বাগত সম্ভাষণের মাধ্যমে সেমিনার আরম্ভ হয়। সেমিনারে এলএইচসি সম্প্রদায় সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার রিনা এলএইচসি আলীকদম অঞ্চলে বিভিন্ন পাড়ায় ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের প্রভাব ও করণীয়বিষয়ক নিজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর 'লাউদাতো সি ও ফ্রাতেল্লি তুত্তি' সর্বজনীন পত্র দু'টির অনুধ্যানে ফাদার লিটন এইচ গমেজ "আর্থিক স্বাক্ষরতা ও পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশন প্রদান করেন। আলীকদম অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তদের বসতবাটি, জমিজমা সুরক্ষা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমন্বিত উন্নয়ন ভাবনা এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর বর্তমান বাস্তবতা ও করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুক্তালোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ এলাকায় বর্তমান বাস্তবতা ও করণীয় সম্পর্কে খোলামেলা মত-বিনিময় করেন এবং সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমটি ক্রেডিট ইউনিয়নে রূপান্তরের এককমত প্রকাশ করেন। সকল নারীনেত্রীবৃন্দ "আলীকদম মারীয়া ক্রেডিট ইউনিয়ন" গঠন করার জন্য একমত পোষণ করেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনসংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপসমূহ- সদস্য গ্রহণ, মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ, হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ, দলিলপত্রসংক্রান্ত, সংবিধান ও নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ফাদার লিটন এইচ গমেজ এর সার্বিক সহায়তা কামনা করেন। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিজয় রিবেরু এবং সিস্টার রিনা এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা হয়॥

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী গির্জায় সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব পালন

ফাদার রবার্ট গোনসালভেছ ▯ বিগত ৪ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের পাহাড়তলী গির্জায় সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী'র পর্ব পালন করা হয়। পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করা হয় বিকেল ৫:৩০ মিনিটে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার রবার্ট গোনসালভেছ ও ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স। খ্রিস্টযাগের শুরুতে শোভাযাত্রা করে বেদীতে গিয়ে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী'র মূর্তির সামনে সম্মান প্রদর্শন করা হয় ধূপারতি দিয়ে। এরপর ফাদার টেরেন্স তার উপদেশে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী'র জীবনী তুলে ধরেন। এছাড়া শুভ গোলদার সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবন-কথা ভূমিকা হিসেবে তুলে ধরেন। উক্ত দিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগে সাধ্বী মাদার তেরেজার সিস্টারগণ, সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে সেবাদানকারী ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএমআরএ সিস্টারগণ, স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণের স্বত:স্ফূর্তও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে পর্বদিনটি আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগ শেষ হবার পর সবাইকে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী'র প্রার্থনা কার্ড প্রদান করা হয়। এরপর পাল-পুরোহিত সকল খ্রিস্টভক্ত, সিস্টার এবং অন্যান্য সবাইকে বিশেষ করে যারা এই পর্বদিনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং এরই মধ্যদিয়ে পর্বদিনের সমাপ্তি হয়॥

কাফরুল ধর্মপল্লীর পালকীয় সম্মেলন

হেলেন সমদ্দার ▯ গত ২২, জুলাই, শুক্রবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কাফরুল ধর্মপল্লীতে পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূলসুর ছিল, **"সিনডীয় মণ্ডলী- একতা, মিলন ও প্রেরণ কার্য"**। এই সম্মেলনে কাফরুল ধর্মপল্লীর প্রায় ৫০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রথমেই কাফরুল পালকীয় পরিষদের সদস্য হেলেন সমদ্দার বিগত ১৭ তম ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সম্মেলন-২০২২ এর রিপোর্ট পেশ করেন। সকাল ১০টায় ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন, সহার্পিত যাজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ। খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার প্রশান্ত রিবেরু দিনের মূলসুর **"সিনডীয় মণ্ডলী- একতা, মিলন ও প্রেরণ কার্য"** বিষয়ের উপর তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তার সহভাগিতার বিষয়গুলো ছিল:

- হিংসা-বিবাদ, রেষারেষি ভুলে সকলকে একত্রে মিলিত হয়ে প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- একে অপরের সঙ্গে সহভাগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সকলকে একত্র করে একসাথে চলতে হবে।
- সকলের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে ।
- পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও নবীনদের প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে প্রেরণ কাজ অর্থাৎ প্যারিসের সকল কাজ একত্রে করতে হবে।

সম্মেলনের মূল বিষয়ের উপর বক্তব্যের পর ছিল দলীয় আলোচনা, রিপোর্ট পেশ ও মুক্তালোচনা। এ সময়ে বিগত ১৯ মার্চ,২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত "সিনডীয় মণ্ডলী: মিলন/ঐক্য, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজ বিষয়ক সেমিনার"-এর রিপোর্ট পাঠ করা হয়। সবশেষে সহ-সভাপতি এরিক এস কুইয়ার ধন্যবাদ ও দুপুরের আহারের মাধ্যমে পালকীয় সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট ক্রুশ

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	**প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)** সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৯
Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 August, 2022, ৩০ শ্রাবণ - ৫ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

"দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন"

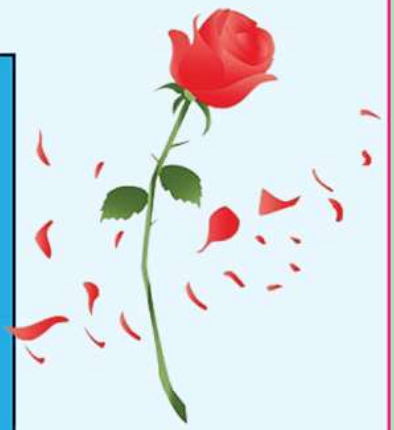

প্রয়াত যোসেফ কস্তা
জন্ম: ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়ন মাঝে নিয়েছ ঠাই"**

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেলো। এলো বেদনাবিধূর সেই দিন ১৫ আগস্ট। আমাদের পরিবারের জন্য এটি শোকের মাস। সেদিন আমাদের দুঃখের সাগরে ফেলে পরম পিতা তোমাকে নিয়ে গেছেন তার গৃহে। তোমার এভাবে চলে যাওয়াতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। তোমার এই শূন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি, তবুও তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দয়ালু, ধৈর্যশীল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্বর্গসুখ দান করেন। তুমি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শ নিয়ে একত্রে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

পরিবারবর্গ
জুলিয়েট তেরেজা কস্তা ও সন্তানেরা
দেওগাঁও, ধরেণ্ডা মিশন
সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২২৫/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org